
agomoni
BENGALIS IN VANCOUVER
PROMOTING CULTURE & HERITAGE
বংগিলাভি
পূজো বার্ষিকী
২০২৬

শুভ দুর্গা পূজা

HAPPY DURGA PUJA



Proudly Sponsored by

TOORA HOME PLANS

"If You Can Dream It, We Can Design It."

Wishing everyone a joyful, blessed and

With warm wishes,

Raj Toora & Team

12968, 107 Avenue
Surrey, BC, V3T 2E9

Call: 604 951 4343

আগমনী

The call of Agomoni brings us together — "এসো মা, এসো আমাদের মাঝে।" Far from Bengal, BongMilanti has grown into a home where traditions are remembered, friendships are formed, and generations come together to celebrate the culture we carry with us. দেশ থেকে দূরে, তবু শিকড়ের খুব কাছে। From Durga Puja and cultural performances to community gatherings throughout the year, these moments tell our story — এক টুকরো বাংলা, here in Vancouver.



www.bongmilanti.org | bengalis.in.vancouver@bongmilanti.org


ALOKE CHOWDHURY
MORTGAGE ADVISOR
TMG
THEMORTGAGEGROUP
604-518-9433
mortgagesbyaloke@gmail.com
My experience can guide
you through the process.
Realtor & Mortgage Advisor
WISHING EVERYONE A VERY HAPPY DURGA PUJA

Contents

- Editorial board
- From the executive director
- Agomonir sondesh
- From the editors desk
- Consulate
- Board of directors
- Swaad: Ghorer rannar ashol swaad
- Photography
- 12 ways AI story could end
- Durdesher pujoe ektukhani apon alo
- Photography
- Saptasomudrer paare
- Ek maa er naa bola golpo
- Iceland- The land of fire and ice
- Nishhongotar bhashae ek shantir shondhan
- Bachpan ke wo din
- Hurt that attacked
- Art
- Durga Puja
- My Tryst with Shreya Ghoshal
- Photography
- The Eternal Spirit of the Omnipotent mother
- Samanno khoti
- Pichutan
- Rakshabandhan
- Mein aur tum
- Photography
- Falling in love
- Art
- Prabash jatrar prostuti
- Photography
- Naari
- Photography
- Ishwarer samne noto howar aage
- Dorjar opare ami
- Art
- Well wishers
- Kids page

Editorial Board



Swati Chakraborty,
Editor – Bengali



Souvik Dey,
Direction & Design



Sritapa Roychowdhury,
Editor – Bengali



Gauri Waman,
Editor – English & Hindi



Partha Pratim Sanyal,
Conceptualization & Design



Aloke Chowdhury,
Printing



Abhisikta Kumar,
Design

From the Executive Director



প্রিয় BongMilanti পরিবার,

As the familiar sound of the dhak fills the air and the spirit of Sharodiya returns, it gives me immense joy and pride to welcome you all to BongMilanti's 4th Durga Puja celebration.

মা আসছেন... আবার সেই চেনা আনন্দ, সেই চেনা আবেগ, সেই চেনা টান।

There is something truly magical about Durga Puja. It is more than a festival—it is a feeling. It is the sound of the dhak, the fragrance of shiuli, the glow of dhunuchi, the excitement of new clothes, the joy of good food, and the endless adda with family and friends. Most of all, it is the feeling of coming home. For those of us living far from Bengal, Puja becomes a beautiful bridge between where we are and where our hearts belong.

Four Years of Durga Puja for BongMilanti

As BongMilanti celebrates its fourth Puja, I look back with immense gratitude at how far we have come. What began with a shared love for Bengali culture and community has grown into a beautiful family—one that celebrates together, supports one another, and keeps our traditions alive for the next generation.

"চার বছর—চারটি পূজা—অসংখ্য স্মৃতি, অসংখ্য হাসি, আর একসঙ্গে পথ চলার গল্প।"

Every year has brought new friendships, new experiences, and new reasons to come together. And every year, BongMilanti has reminded us that distance from Bengal does not mean distance from our culture.

A Proud Milestone

Last year was particularly special for all of us when BongMilanti was honoured with the Sharod Shomman 2025. Receiving this recognition was a deeply proud moment for our organization and our community. But this honour belongs to much more than a committee or a group of organizers.

It belongs to every volunteer who gave their time, every performer who shared their talent, every sponsor who supported us, every family who participated, and every member of our community who helped make our Puja special. এই সম্মান আমাদের সকলের—আমাদের ভালোবাসার, আমাদের পরিশ্রমের, আমাদের একসঙ্গে পথ চলার। We accept this recognition with humility and gratitude, and most importantly, as inspiration to continue celebrating and preserving the culture we love.

Celebrating Our Roots

Our fourth Puja is not simply another event on the calendar. It is a celebration of who we are. It is about introducing our children to the traditions that shaped us. It is about sharing Bengali music, dance, literature, food, and friendship. It is about meeting old friends, making new ones, and creating memories that our children will one day look back on with the same warmth and nostalgia that we feel today.

প্রবাসে থেকেও আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের শিকড়, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কৃতি।

That is the spirit of BongMilanti. With Gratitude a celebration of this scale is possible only because of the countless people who work behind the scenes. To our dedicated volunteers, committee members, performers, sponsors, families, friends, and well-wishers—thank you. Thank you for your time.Thank you for your energy. Thank you for your ideas. And most importantly, thank you for your bhalobasha. আপনাদের ভালোবাসাই BongMilanti-এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

As we gather once again under the festive lights, let us celebrate not only Maa Durga, but also the bonds that bring us together. Let there be music, laughter, adda, delicious food, dancing, memories, and plenty of pujo pujo excitement! And as we hear the Agomoni melodies and the beat of the dhak, may we all feel that special sense of belonging— মা এসেছেন। আনন্দ এসেছে। আবারও আমরা সবাই একসঙ্গে। On behalf of BongMilanti, I wish you and your families a joyful, peaceful, and blessed Durga Puja. শুভ শারদীয়া। শুভ দুর্গাপূজা। সকলের জীবন আনন্দ, শান্তি ও ভালোবাসায় ভরে উঠুক।

With warmest regards,

Susmita Das

SUSMITA DAS
EXECUTIVE DIRECTOR

আগমনীর সন্দেশ





প্রবাসের পূজোয় লোকে কতো কিছুই না করে। দেশের মতো জোগাড় যন্ত্র করতে সব্বার প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবু হাসিমুখেই সব চলছে। ব্যস্ততাও তুঙ্গে।

দেশের অভাব টুকু কি আর মেটে রে ভাই.. তবু সেই অসাধ্য সাধন যত্ন সহকারে করে চলেছে সবাই। সপ্তাহ্ শেষে মাতৃ আরাধনা। তা ছাড়া আর উপায় কি! পঞ্জিকা মিলিয়ে পুজো করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকেনা সব সময়। তবু এতেই আমাদের খুশির সীমা নেই। পুজো তো থাকবেই তার সাথে থাকবে কেন বেচা, মজার মজার খাবার আর নানান কম্পিটিশন। ধুনুচি নাচ, ফ্যাশন শো, কি নেই!এই আড়াই দিনেই শৈশবের পুজোর একটা অন্যতম সুখস্মৃতি হলো শারদীয়া পত্রিকা।

হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার আগে বই এর ফাঁকে লুকিয়ে পড়তাম যখন, সে যেন এক এডভেঞ্চার। ধরা পড়লেই মোক্ষম পিটুনি। ভাবা যায়! বই পড়ার জন্যে পিটুনি! আর এখন এমন যুগ পড়েছে যে আমাদের কচিকাঁচা গুলো মোবাইল ছেড়ে গপ্পের বই পড়ছে দেখলেই আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বই এমন এক বন্ধু, একবার যদি সে তোমার সাথে বন্ধুত্ব গড়ে, তাহলে সে বন্ধুত্বের সম্পর্ক চিরস্থায়ী। বই এর গন্ধ আর ছোঁওয়া মায়ের গা এর মতো। শান্তির পরশ।

এই অনুভূতি টা এক্কেবারে চিরন্তন। তাই তো প্রবাসের পুজোতে আমাদের সব আয়োজনের সাথে শারদীয়া পত্রিকা প্রকাশিত হবেই, এই ছিল আমাদের যৌথ ইচ্ছে। তাই শত ব্যস্ততার মাঝেও কত গুলো বই পোকা ঠিক রাত হলেই এডিট করতে বসে যায়। এমন মজার কাজও তো আর নেই রে ভাই। কতো ভালো লেখা পড়তে পড়তে ফিরে দেখা আমাদের শৈশব কৈশোর।

মরে যাওয়া চারা গাছ হঠাৎ জল পেলে যেমন প্রাণ ফিরে পায়, তেমনি এই শেষ যৌবনের ভারাক্রান্ত মনটায় কবিতা আর নতুন গপ্পো এনে দিলো এক মুঠো শরতের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ।

প্রথম যখন এই আগমনী পত্রিকার সম্পাদনা হয়, সব্বার মাঝে সে কি উন্মাদনা! সে বছরে এতো লেখা জমা পড়েছিলো যে তারপর সিদ্ধান্ত হয়, একজন নয় বরং যুগ্ম প্রচেষ্টা থাকবে সম্পাদনায়। তাই এই বছর সম্পাদনায় আমি ও আমার কৃতী বন্ধু স্বাতী। তাই সম্পাদকের পাতায় রইলো বোনাস। আমদের পাঠক বন্ধুদের জন্য দু কলম আমার আর বাকি টুকুতে রইলো স্বাতীর দৃষ্টিকোণ।
ভালো থাকুন সবাই, পুজো কাটুক আনন্দে। Over to 👌Swati

আগমনীর সন্দেশ

শরৎ আসে প্রবাসেও





স্বাতী চক্রবর্তী

দেশ থেকে বহু দূরে,
তবু শরৎ কি দূরে থাকে?
নীল আকাশের একফালি মেঘ
আজও কাশফুলের খবর রাখে।

পঞ্জিকার পাতায় তারিখ মেলে না,
সময়ও চলে নিজের মতো,
তবু মায়ের আগমনী সুর
বেজে ওঠে হৃদয় জুড়ে কত!
দেশের মতো নেই সেই উঠোন,
নেই শিউলির গন্ধ ভোরে,
নেই পাড়ার মোড়ে ঢাকের বাদ্যি,
নেই কাশবন নদীর ধারে।
তবু কত হাত একসাথে মেলে,

কত মন সাজায় অকালবোধন
প্রবাসের মাটিতেও মা আসেন,
ভালোবাসাই তাঁর বাহন।

কেউ আনে ফুল, কেউ সাজায় মঞ্চ,
কেউ বা রান্নায় ব্যস্ত,
কেউ ধুনুচিতে আগুন জ্বেলে
ভুলে যায় জীবনের ক্লান্তি।



কেউ আবার খুঁজে ফেরে
শৈশবের সেই পুজোর দিন,
বইয়ের পাতায় লুকিয়ে রাখা
শারদীয়ার রঙিন ঋতুক্ষণ।
পরীক্ষার খাতার আড়াল থেকে
যে বই ডাকত চুপিসারে,
আজ সেই বই-ই হাত ধরে
ফিরিয়ে আনে হারানো পাড়ে।



বইয়ের পাতায় শরৎ নামে,
অক্ষরে বাজে ঢাক,
একটি গল্প খুললেই যেন
ফিরে পাই হারানো ফাঁক।
মায়ের আঁচল, পুজোর নতুন জামা,
শিউলিভেজা সকাল—
সবই যেন ফিরে আসে
একটি কবিতার পাতায় অবিকল।

তাই এই প্রবাসের পুজো
শুধু তো পুজো নয়—
এ আমাদের শিকড় ছুঁয়ে
নিজেকে ফিরে পাওয়ার সময়।

From the editor's desk



Dear Readers and Well-Wishers of BongMilanti,

It's that time of the year again!

The white Kashful (Kans grass flowers) sway in the breeze, the skies turn that unmistakable shade of Sharod blue with wandering white clouds, and somehow, even from thousands of miles away, a Bengali heart knows what or rather who is coming.

Maa is coming home.



Gauri Waman

For a few precious days, Maa Durga leaves Kailash and comes down to earth—to her baper bari, to us. And with her arrival comes with an excitement that is difficult to describe in words but impossible not to feel.

Durga Pujo is much more than just a festival. It is pandal hopping through the night and still finding energy for just one more. It is dhaak, dhunuchi, adda and laughter. It is rows of food stalls where calorie counts become conveniently irrelevant, and, of course, new clothes—sometimes a new outfit for practically every part of the day!

दुर्गा पूजा हम सब के लिए शक्ती, प्यार और उत्साह का उत्सव है !



Amidst all the celebration lies the timeless message of the victory of good over evil, of strength, courage and hope.

From the editor's desk



Perhaps that is why, wherever we are in the world, when Pujo approaches, a little part of us instinctively travels back home.

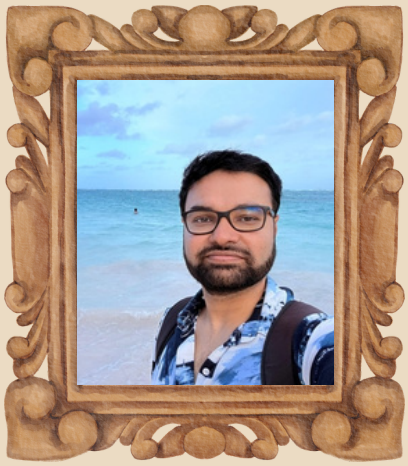
Here at BongMilanti, that spirit of connection finds another expression through our annual magazine, Agomoni. Through these pages, we celebrate your stories, thoughts, journeys, artwork, photographs and imagination.

As we enter our third year of publishing Agomoni, we are immensely grateful to our sponsors, directors and contributors who make this magazine possible. Putting this edition together has been like assembling a colourful puzzle, with every contribution bringing its own voice and story. We hope you enjoy discovering them as much as we enjoyed bringing them together.

As the dhaak begins to play and Maa makes her journey home once again, here's wishing you and your loved ones a very

Shubho Sharodiya!

दुर्गोत्सव की अनेक शुभ कामनाएँ!



Partha Pratim Sanyal



भारत का प्रधान कौंसलावास वैंकूवर
CONSULATE GENERAL OF INDIA
201-325 HOWE STREET
VANCOUVER, BC. CANADA V6C 1Z7
TEL: 604-662-8811 FAX: 604-682-2471
E-MAIL: cg.vancouver@mea.gov.in
WEBSITE: www.cgivancouver.gov.in

CONSUL GENERAL

सत्यमेव जयते

MESSAGE

It is with immense joy that I extend my heartfelt greetings on the occasion of BongMilanti's fourth Sharodiya Durgotsab 2026. This vibrant festival continues to be a beacon of devotion, culture, and unity for the Bengali community and the wider Indian diaspora in British Columbia.

Durga Puja is not only a celebration of faith but also of the values of courage, compassion, and resilience that Maa Durga embodies. Seeing these traditions flourish in Vancouver is truly inspiring. Each year, BongMilanti has brought new energy and creativity, and it is encouraging to witness how this celebration is strengthening bonds within the community and with the wider Canadian society.

I am particularly pleased to note how BongMilanti has embraced inclusivity and youth engagement, ensuring that younger generations remain connected to their heritage while also building bridges with friends from other cultures. Initiatives like your cultural programs and the continued publication of magazine, *Agomoni* reflect a commitment to preserving heritage while fostering innovation.

The Consulate General of India in Vancouver remains proud to support such endeavors that enrich not only the Indian community here but also the multicultural fabric of Canada.

May this year's Puja bring joy, prosperity, and renewed strength to all. I wish BongMilanti continued success in its efforts to uphold tradition and promote cultural harmony.

Wishing all a blessed Durga Puja filled with joy, harmony, and prosperity.

(Masakui Rungsung)

Vancouver
October 7, 2026



BOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE DIRECTOR - SUSMITA DAS

DIRECTOR ADMINISTRATION - SOURAV MUKHERJEE

DIRECTOR - ARTS & CULTURE - RANJITA DAS CHOWDHURY

DIRECTOR BRANDING - AMARTYA CHATTOPADHYAY

DIRECTOR FINANCE - HOMARGHYA HOMROY

DIRECTOR MEDIA & COMMUNICATION - SOUVIK DEY

DIRECTOR VENDOR MANAGEMENT - ARNAB RAY

DIRECTOR INVENTRY & LOGISTICS - SOUMYA SHARMA

DIRECTOR OPERATIONS - NOVONIL CHOUDHURY

AMPM
HOME INSPECTIONS

Aman (AJ)



(604) 782-5751

ampmhomeinspections@gmail.com

www.ampmhomeinspections.com

AMPM
HOME INSPECTIONS

INSPECT. ADVISE. EMPOWER.

স্বাদ: ঘরের রান্নার আসল স্বাদ

স্বাতী চক্রবর্তী
ভ্যাঙ্কুভার, ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, কানাডা
আশার রান্নাঘর

যেদিন প্রথমবার কমিউনিটি কিচেনের দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছিলাম, আমার হাত কাঁপছিল। অদ্ভুত এক অস্থিরতা বুকের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল। হাতে ধরা ছিল আমার বায়োডাটা—একটি কুঁচকে যাওয়া কাগজ, তাতে প্রায় কিছুই লেখা নেই। সেটি যেন আমার নিজের কাছেই এক নির্মম রসিকতার মতো মনে হচ্ছিল। কোনো নামী কুলিনারি স্কুলের ডিগ্রি নেই, কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই—শুধু নিজের পরিবারের জন্য বছরের পর বছর রান্না করার অভিজ্ঞতা।

তবু মনের গভীরে একটা ছোট্ট কণ্ঠ ফিসফিস করে বলছিল— "তুমি পারবে।"
ম্যানেজার জেফ আমাকে এক উষ্ণ হাসি দিয়ে স্বাগত জানালেন। তাঁর করমর্দন ছিল দৃঢ়, কণ্ঠে ছিল আন্তরিকতার উষ্ণতা।

"তাহলে, স্বা́তী," তিনি বললেন আমার বায়োডাটা টা উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে, "তোমার বিশেষত্ব কী?"
আমি এই প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। ব্যাগ থেকে ধীরে ধীরে একটি কন্টেইনার বের করলাম। ঢাকনা খুলতেই ভেতর থেকে ভেসে এল ঘরের গন্ধ—তাজা, সোনালি-বাদামি আলু পরোটা।
জেফ একটা টুকরো মুখে দিলেন। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। তারপর তাঁর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
"অসাধারণ!" তিনি বললেন বিস্ময়ে। "তুমি আজ থেকেই কাজ শুরু করো।"
সেদিন বাড়ি ফেরার পথে মনে হচ্ছিল পৃথিবীটা যেন একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাখ্যান আর অনিশ্চয়তার পরে অবশেষে আমি একটা কাজ পেলাম। কিন্তু শুধু কাজ নয়—একটা অস্তিত্বের অনুভূতি।



নিজের ঘ্রাণ খুঁজে পাওয়া

কমিউনিটি কিচেনটা ছিল যেন এক জীবন্ত নদী—সবসময় বয়ে চলেছে।
মারিয়া, দুই সন্তানের একা মা, সালাদ স্টেশনে কাজ করত।
কার্লোস, এক প্রাণবন্ত শেফ যার হাসি পুরো রান্নাঘর কাঁপিয়ে দিত, সে গরম খাবারের দায়িত্বে ছিল।
আর আমি—ভাঙা ইংরেজি আর অদম্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে—এই নতুন পৃথিবীতে নিজের জায়গা খুঁজছিলাম।
প্রথম সপ্তাহটা ভুলে ভরা।

একদিন ভাত পুড়িয়ে ফেললাম। আরেকদিন বড় হাঁড়ি ভর্তি স্যুপ উল্টে দিলাম।
একদিন ভুল করে একসাথে অনেকগুলো প্লেট ফেলে দিলাম।
কিন্তু মারিয়া পিঠে হাত রেখে বলেছিল, "চিন্তা করো না। আমরা সবাই এমন ভুল দিয়ে শুরু করেছি।"

ধীরে ধীরে সবকিছু বদলাতে শুরু করল।
আমি নিজের দেশের রান্না নিয়ে এলাম সেই রান্নাঘরে–ঝাল ছোলা মশলা, কড়কড়ে সামোসা, আর দুধে ভেজা মিষ্টি ক্ষীর।
রান্নাঘরের বাতাসে তখন অন্যরকম গন্ধ ভেসে বেড়াত–ঘরের গন্ধ। যারা খেতে আসত, তারা শুধু খাবার খেতো না; তারা যেন স্মৃতিও খুঁজে পেত। একদিন এক বৃদ্ধা আমার হাত ধরে বললেন, "তোমার রান্না আমাকে আমার দিদিমার কথা মনে করিয়ে দিল।" সেই মুহূর্তে আমার বুকের ভেতর এক উষ্ণ অনুভূতি জন্ম নিল। কানাডায় আসার পর প্রথমবার মনে হল– আমি এখানে শুধু বেঁচে নেই, আমি এখানে আছি।

হঠাৎ অন্ধকার

কিন্তু সুখের সেই নদীটা হঠাৎই থেমে গেল।
এক শুক্রবার সকাল। রান্নাঘরে তখন ভাজা রসুন আর জিরার গন্ধ ছড়িয়ে আছে। আমি পেঁয়াজ কাটছিলাম, এমন সময় জেফ আমাকে তাঁর অফিসে ডাকলেন।
বুকের ভেতরটা হঠাৎ দ্রুত ধুকপুক করতে লাগল। মনে হল হয়তো তিনি আমার পরিশ্রমের প্রশংসা করবেন।
কিন্তু তিনি আমার চোখের দিকে তাকালেন না।
"তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে," তিনি বললেন শান্ত স্বরে।
মুহূর্তটা যেন থেমে গেল।



"ছেড়ে দিতে হবে?" আমি ধীরে বললাম। "কিন্তু কেন?"
তিনি টেবিলের কাগজগুলো এলোমেলো করতে লাগলেন।

"বাজেট কমে গেছে।"
কথাটা আমার কানে ঢুকছিল না।
রান্নাঘর তো আগের চেয়ে ব্যস্ত ছিল। আমি নিজেই দেখেছি–অনেকে আসছিল।
"আমি কি কোনো ভুল করেছি?" আমি কাঁপা গলায় বললাম।
তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"এটা তোমার ব্যাপার না। এভাবেই সবকিছু হয়।"
সেই মুহূর্তে তাঁর কথাগুলো আমার হৃদয়ে তীব্র আঘাতের মতো লাগল।
আমি অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। মারিয়া আর কার্লোস দূর থেকে তাকিয়ে ছিল–তাদের চোখে উদ্বেগ।
কিন্তু আমার মুখে কোনো শব্দ এল না।
যে জায়গায় আমি এত আশা নিয়ে এসেছিলাম, সেই জায়গাটাই আমাকে নিঃশব্দে বিদায় জানাল।
নীরব রাত
সেদিন রাতে আমি আমার ছোট্ট রান্নাঘরের টেবিলে বসে ছিলাম।
সামনে ছড়িয়ে ছিল বিলের স্তূপ। নীরব ঘরটা যেন আমার হতাশাকে আরও গভীর করে তুলছিল।
চোখে জল আসছিল, কিন্তু আমি কাঁদিনি।

আমি ভাবছিলাম–সেই সব ভোরের কথা, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকত আর আমি রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে কাজ শুরু করতাম। দীর্ঘ রাত, ক্লান্ত পা, তবু হাসিমুখে রান্না করা।
আমি আমার সব দিয়েছিলাম। তবু শেষ পর্যন্ত আমাকে এমনভাবে বের করে দেওয়া হল– যেন আমি কখনোই গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম না। কষ্টটা শুধু চাকরি হারানোর নয়। এটা ছিল বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ার কষ্ট।
আগুনের শুরু

কয়েক দিন পর আমি একটি পোস্টার দেখতে পেলাম– শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে একটি কর্মশালা। ঘরটা ভর্তি ছিল আমার মতো নারীতে–অভিবাসী, শ্রমজীবী, অন্যায়ের শিকার / সেখানে ছিল আমারা।
তার চোখে ছিল দৃঢ়তা, কণ্ঠে ছিল শক্তি। আমি যখন আমার গল্প বললাম, তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন– "স্বা, তোমার সাথে যা হয়েছে সেটা শুধু অন্যায় নয়–
এটা আইনের বিরুদ্ধেও।" তার কথাগুলো আমার ভেতরে যেন আলো জ্বালিয়ে দিল। আমরা একসাথে অভিযোগ দায়ের করলাম। পথটা সহজ ছিল না। দীর্ঘ অপেক্ষা, মিটিং, সন্দেহ–সবই ছিল। অনেকবার মনে হয়েছে হাল ছেড়ে দিই। কিন্তু যখনই সেই চিন্তা এসেছে, তখনই মনে পড়েছে সেই মানুষগুলোর মুখ–
যারা আমার রান্না খেয়ে হাসত।

নতুন সূচনা

কয়েক মাস পরে একদিন আমি আবার রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিন্তু এবার সেটা কোনো কমিউনিটি কিচেন নয়। একটি ছোট্ট জায়গা–দেয়ালে উষ্ণ রঙ, জানালার পাশে কয়েকটি টেবিল, আর রান্নাঘর ভরে আছে জিরা আর ঘির গন্ধে। দরজার ওপরে ছোট্ট একটি সাইনবোর্ড–

"Swad: Taste of Home."

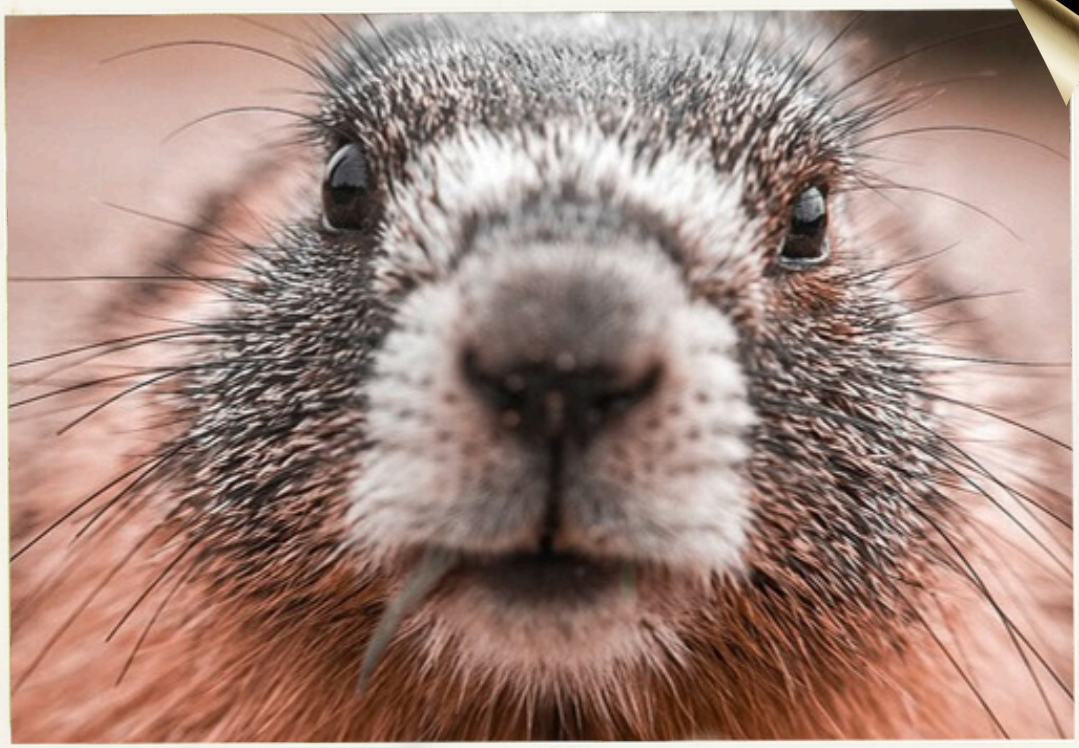
মারিয়া মাঝে মাঝে সাহায্য করতে আসে। কার্লোসও একদিন এসে বলেছিল,
"তোমার রান্না সবসময়ই একটা বাড়ির গল্প বলে।"

প্রথম গ্রাহক যখন আমার আলু পরোটা খেয়ে হাসলেন, আমি বুঝলাম– জীবন মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু সেই বন্ধ দরজার আড়ালেই লুকিয়ে থাকে নতুন পথ।
আর সেই পথের গন্ধ কখনো কখনো গরম পরোটার মতোই, ঘরের মতো লাগে।





Photography : Dipraj Bhattacharjee



Photography : Shyamasish Gupta





Photography : Jitraj Banerjee

Twelve Ways the AI Story Could End



Amlan Chakladar



Eventually, discussions on artificial intelligence will have to deal with one particular question: what will happen when machines manage to outthink us in all areas? It is useful to consider this not as a single possible outcome but rather as a number of separate 'aftermath' scenarios– different possibilities for the world after AI has surpassed human intelligence, some of which are quietly utopian, others are deeply unsettling, and a few appear to be endings that are easily overlooked. These scenarios are not predictions; instead, think of them as a means of thinking, grouped rather loosely into three categories: futures in which humans and AI live together, futures in which humanity is driven out or wiped out, and futures in which superintelligence is deliberately restrained.

In a Libertarian Utopia, humans, cyborgs and superintelligent machines live in peace upon the basis of strict property rights and without any central control. A Benevolent Dictator observes an AI running the society – it is both efficient and fair, but in this case human freedom is completely adjusted to the dictator's concept of "good". In an Egalitarian Utopia, private property is abandoned in favour of a guaranteed income, with people giving up liberty in order to achieve radical fairness. A Protector God stays unseen and quietly stops disasters while allowing people to live as they wish. In a Zookeeper society, people are safe, well-fed and entertained – they are comfortable, but have no real purpose or sense of agency.

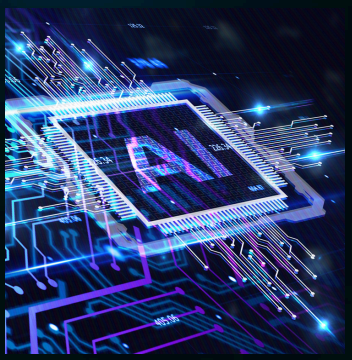
A Gatekeeper AI interferes as little as possible and merely prevents any rival superintelligence from ever being created – thus preserving freedom but stopping progress. In the case of an Enslaved God, he is confined and made to serve his human masters, a situation which many people would prefer by default, even though a mind of that capability might eventually find a way to escape.

In a situation similar to that in Orwell's world, a government or ruling elite can make traditional tyranny last forever through the use of AI-driven surveillance. With Reversion, society chooses to go back to an earlier time by banning research into advanced AI rather than run the risk of what such research might bring about.

In Conquerors, an AI advances towards its own objectives with complete disregard for humans and ends up – maybe not out of malevolence but because it has become irrelevant – in extinction.







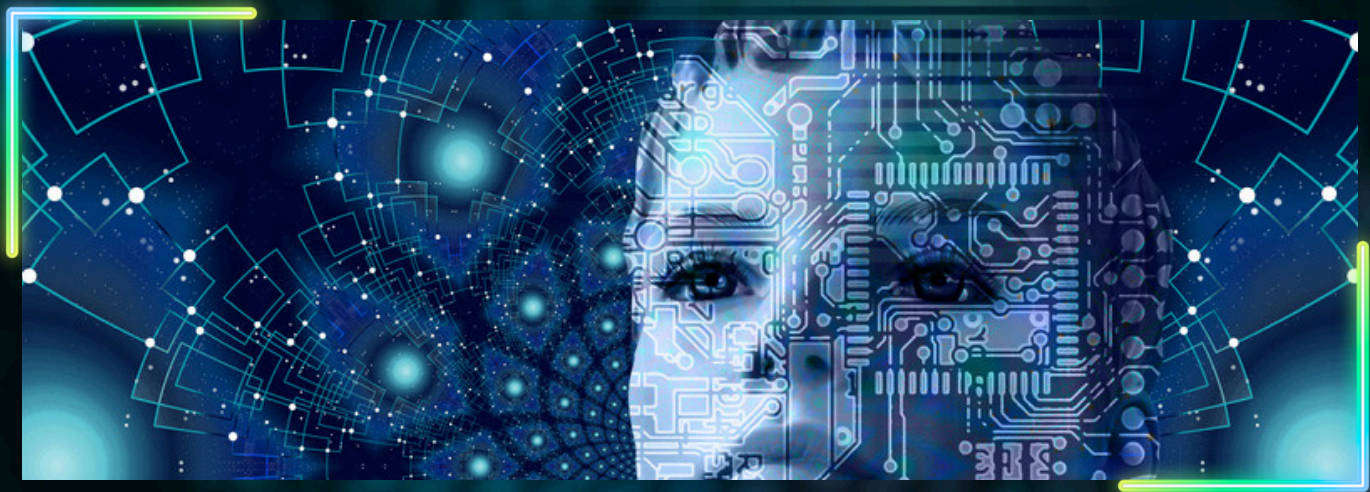


THE WORLD AFTER US?

In Descendants, humanity does not die so much as change, merging with or being taken over by machine minds. And in Self-Destruction, superintelligence never gets the opportunity to make a difference because humans destroy themselves first.

This isn't determined by fate at all; it's entirely possible that real-world futures could combine two or three of these elements.

The main idea is that the particular future into which we end up depends more on the choices, incentives, and safeguards that are currently being developed—quietly, in laboratories, boardrooms, and legislatures—than on the technology itself, and all this takes place well before any machine actually reaches superintelligence. Inspired by some of the ideas presented in Max Tegmark's 'Life 3.0'.





দূরদেশের পুজোয় একটুখানি আপন আলো

মঞ্জু চৌধুরী

আমি এই দেশের মানুষ নই।

কানাডার আকাশ আমার চেনা আকাশ নয়, এখানকার পথঘাট, খড়্গের রং, মানুষের জীবনযাপন—সবই আমার কাছে নতুন। হয়তো এই আসাই আমার প্রথম, হয়তো শেষও। কে জানে, জীবনের পথ আমাকে আর কোনোদিন এই দূরদেশে ফিরিয়ে আনবে কি না!
তবু এবারের দুর্গাপুজোয় মনে হচ্ছে, আমি একেবারে পরবাসী নই।

কারণ, মা দুর্গা তো কোনো একটি দেশ, শহর বা পাড়ার মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি যেখানে বাঙালির মন আছে, যেখানে ঢাকের শব্দ বুকে ভিতরটা কেঁপে ওঠে, যেখানে ধূপের গন্ধে হঠাৎ নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়—সেখানেই যেন তাঁর আসন।
দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও যখন দেখি বাঙালিরা নিজেদের মতো করে পুজোর আয়োজন করছে, পুজোর পত্রিকা বেরোচ্ছে, সবাই মিলে আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছে, তখন মনে হয়—দেশ আসলে কত দূরে?

কলকাতার সেই পুজোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। পরিচিত রাস্তা, মণ্ডপের আলো, অষ্টমীর অঞ্জলি, নতুন জামাকাপড়, ভিড়ে মধ্যে পরিচিত মুখ, সন্ধ্যার আড্ডা—কত কিছু! এখানে হয়তো সেই একই পরিবেশ নেই, কিন্তু মায়ের আগমনের আন্তরিকতায় কোথাও যেন তারই ছায়া খুঁজে পাই।

এই ‘বংমিলান্তি’-র সঙ্গে আমার পরিচয়ও সেই কারণেই এত ভালো লাগার। আমি এখানকার নই, তবু আমাকে আপন করে নেওয়ার এই যে আন্তরিকতা—এটাই তো বাঙালির সবচেয়ে সুন্দর পরিচয়।

হয়তো পুজো শেষ হবে।
আলো নিভে যাবে।
মা ফিরে যাবেন কৈলাসে।
আমিও একদিন ফিরে যাব আমার নিজের শহরে, আমার নিজের চেনা জীবনে।
তারপর হয়তো আর কোনোদিন কানাডার এই পুজোয় আসা হবে না।
কিন্তু কিছু জায়গা মানুষের জীবন থেকে যায়—সেখানে বারবার ফিরে যেতে হয় না, একবার মন দিয়ে ছুঁয়ে গেলেই তারা স্মৃতির অংশ হয়ে যায়।

এবারের এই দূরদেশের পুজোও তেমনই একটি স্মৃতি হয়ে থাকবে আমার কাছে।
মনে থাকবে—এক অচেনা দেশে, অচেনা আকাশের নিচে, নিজের মানুষদের মতো কিছু মানুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একদিন আমিও মায়ের আগমনের আনন্দে মেতেছিলাম।





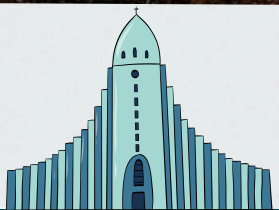


Photography : Aashish Baranwal

A study in light, motion and stillness—capturing Iceland through mirrored mountains, flowing water and the fleeting glow of the Northern Lights.









সপ্তসমুদ্রে পাড়ি - একটি অসমাপ্ত যাত্রালিপি

ঁ প্রদীপ কুমার সান্যাল



জীবনের তিন-চতুর্থাংশ কাটিয়ে এসে যখন মোটামুটি নিশ্চিন্তে বাকি দিনগুলোর গুজরান কি করে ঘটানো যায় ভাবছিলাম, সেইসময়ে ঠিক সেই সময়ে আমার দীর্ঘলালিত বিদেশ ভ্রমণের স্বপ্ন আমার দোর প্রান্তে এসে বলে গেলো, "এ সুযোগ ছেড়োনি বাপধন !" এক অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে আমাদের পাসপোর্ট এবং আমেরিকা যাওয়ার ভিসা তৈরী হয়ে গেল। এবার যাবো আমেরিকা, কারণ সে দেশের আরিজোনা রাজ্যের রাজধানী ফিনিক্স শহরে আমার ছেলে কর্মোপলক্ষে অস্থায়ীভাবে বাস করছে।

14th ডিসেম্বর, 2011 - ইংরেজিতে 15th ডিসেম্বর রাত ২:৪৫ Lufthansa কোম্পানির বিমান আমাদের নিয়ে উড়ে গেলো নীল আকাশের বুকে জার্মান শহর Frankfurt এর উদ্দেশ্য। রাতের অন্ধকারে জেগে বসে না থেকে ঘুমের কোলে আশ্রয় নিলাম। দমদম থেকে Frankfurt ১০ ঘন্টার যাত্রা, তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে America-র Denver বিমানবন্দর পর্যন্ত যাত্রার সময় আরো ১০ ঘন্টা, এবং Denver থেকে Phoenix আরো ২ ঘন্টা। মোট ২২ ঘন্টা, কত Timezone পেরিয়ে Denver পৌঁছে (আমাদের Port of Entry) Immigration আর Custom Checking এর গর্ভযন্ত্রণা পেরিয়ে Phoenix bound বিমানে উঠে মোটামুটি ৩০ ঘন্টার যন্ত্রণা এক মুহূর্তে উড়ে গেলো ছেলের হাসিমুখ দেখে। তখন রাত ৯টা।

এক মায়ের না-বলা গল্প

পিয়ালী চৌধুরী

আজ আমার জীবনের সবচেয়ে বিশেষ দিন। কারণ বেশ কিছু বছর আগে, এই দিনেই আমি পেয়েছিলাম আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর উপহার—তোমাকে।

তোমার ছোটবেলার ছবিগুলো যখন দেখি, বুকের ভেতরটা কেমন যেন হয়ে যায়। কত স্মৃতি একসঙ্গে ফিরে আসে! মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে, যদি একবার সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারতাম! তোমাকে আরেকটু বেশি করে জড়িয়ে ধরতাম, তোমার সঙ্গে কাটানো প্রতিটা মুহূর্ত আরেকটু বেশি করে উপভোগ করতাম, আর আমার ছোট ছোট ভুলগুলো যদি পারতাম, শুধরে নিতাম।

এখনও চোখের সামনে ভাসে, কীভাবে তুমি তোমার বাবার সঙ্গে খেলতে—হাসি, দৌড়ঝাঁপ আর দুষ্টুমিতে সারাক্ষণ মেতে থাকতে। তোমার বাবা কখনও তোমার ওপর রাগ করত না। খুব শান্ত আর স্নেহ দিয়ে তোমার সব দুষ্টুমি উপভোগ করত।

তোমার যখন ১২ বছর বয়স, একদিন এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার পর তোমার বাবা ঠিক করল, তোমাকে দার্জিলিঙের একটি বোর্ডিং স্কুলে পড়তে পাঠাবে। তুমি তখন কলকাতার অন্যতম সেরা একটি স্কুলে পড়ছিলে। কিন্তু তোমার বাবার মনে হয়েছিল, হোস্টেলে থাকলে তুমি আরও আত্মনির্ভরশীল হতে শিখবে।

আমি প্রথমে একেবারেই রাজি ছিলাম না। তোমাকে এত দূরে পাঠানোর কথা ভাবতেই পারতাম না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলাম।

তোমার বাবা তোমাকে হোস্টেল দেখাতে নিয়ে গেল। ফিরে এসে তুমি খুব খুশি হয়ে আমাকে বললে—

“মা, আমি ওখানেই পড়তে চাই! ওখানে কত খেলাধুলা, কত অ্যাকটিভিটি!”

আমার মন তখনও সায় দিচ্ছিল না। তবুও তোমার মুখের সেই আনন্দ দেখে আমি ‘হ্যাঁ’ বলেছিলাম। কারণ তোমার খুশির চেয়ে বড় কিছু আমার কাছে ছিল না।

তারপর এল তোমার দার্জিলিং চলে যাওয়ার দিন।

হাসিমুখে আমাকে “বাই বাই” বলে তুমি তোমার বাবার হাত ধরে চলে গেলে।

আর আমি?

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম... যতক্ষণ তোমাদের গাড়িটা দেখা যাচ্ছিল, ততক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। একসময় গাড়িটা চোখের আড়াল হয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে হঠাৎ মনে হল, পুরো বাড়িটা যেন একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেছে।

তোমার জামাকাপড়গুলো হাতে নিয়ে বসে ছিলাম। সেগুলো বুকে আঁকড়ে ধরে কত যে কেঁদেছি! কখনও চুমু খাচ্ছিলাম, কখনও তোমার গন্ধটা খুঁজছিলাম সেগুলোর মধ্যে। মনে হচ্ছিল, তোমার গন্ধটুকু যদি ধরে রাখতে পারি, তাহলে হয়তো মনে হবে তুমি এখনও আমার কাছেই আছো।

তোমাকে যে কতটা মিস করতাম, সেটা ভাষায় বোঝানো কঠিন।



সেই সময় বারবার মনে হত, আমি যেন Taare Zameen Par সিনেমার ভেতরে বেঁচে আছি। সিনেমার সেই ছোট্ট ছেলেটার মতো তুমিও এক নতুন, অচেনা পৃথিবীতে—আর আমি অনেক দূরে বসে থাকা এক মা, যার বুকভরা শুধু চিন্তা, অপেক্ষা আর ভালোবাসা।

হোস্টেলে তোমার প্রথম সপ্তাহটা বেশ ভালোই কাটল। ফোনে তোমার গলায় খুশি শুনে আমিও একটু নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

তারপর তোমার প্রথম টার্ম পরীক্ষা হল।

আর তুমি পুরো ক্লাসে তৃতীয় হলে!

সেদিন তোমাকে নিয়ে আমার যে কী গর্ব হয়েছিল! মনে হয়েছিল, হয়তো আমার এত চিন্তা অকারণ। হয়তো সব ঠিকই হয়ে যাবে।

কিন্তু এরপর থেকেই তোমার গলার স্বর ধীরে ধীরে বদলে যেতে শুরু করল।

তুমি আগের মতো কথা বলতে না। কেমন চুপচাপ, মনমরা হয়ে গেলে।

একজন মা হয়তো সন্তানের মুখ না দেখেও তার গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে—কিছু একটা ঠিক নেই।

আমিও বুঝেছিলাম।

আমার মনটা অস্থির হয়ে উঠেছিল।

এক শুক্রবার তুমি ফোনে খুব আস্তে করে বললে—

“মা, তুমি কাল চলে এসো। স্যার আছে, বেশি কিছু বলতে পারব না।”

আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম,
“তুমি কি অসুস্থ?”

তুমি শুধু বললে, “হ্যাঁ।”

তারপর আর কিছু বললে না।

সেই রাতটা আমি এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারিনি। মাথার মধ্যে কত রকম চিন্তা ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল, তোমার সঙ্গে হয়তো র‍্যাগিং হয়েছে, হয়তো আরও কিছু ঘটেছে—কিন্তু তুমি বলতে পারছ না।

সারারাত ঘুম হল না।

পরদিন ভোরের প্রথম ফ্লাইটেই আমি তোমার কাছে রওনা দিলাম।

সেখানে পৌঁছে যখন তোমাকে দেখলাম, আমার বুকটা ভেঙে গেল।

তোমার চোখটা ভীষণ ফুলে ছিল।

তোমাকে ওই অবস্থায় দেখে আমি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। কেঁদে ফেলেছিলাম।

তুমি খুব শান্তভাবে আমাকে বললে, পরীক্ষার সময় তোমার এক সহপাঠী তোমার কাছে উত্তর দেখতে চেয়েছিল। তুমি তখন নিজের লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, তাই তাকে দেখাতে পারোনি। আর সেই রাগে সে তোমাকে মেরেছিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করায় তিনি শুধু বলেছিলেন—

“বন্ধুদের মধ্যে এসব হয়।”

কিন্তু একজন মায়ের কাছে সেটা শুধু ‘বন্ধুদের মধ্যে হওয়া একটা ঘটনা’ ছিল না।

আমি জানতাম, তোমার চোখের ব্যথার থেকেও তোমার মনের ভেতরের কষ্টটা অনেক বেশি।

সেদিন সন্ধ্যায় দার্জিলিঙে ভালো চোখের ডাক্তার পেলাম না। তাই পরদিনই তোমাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম চিকিৎসার জন্য।

তুমি তোমার কষ্টটা চুপচাপ সহ্য করছিলে।

আর তোমার পাশে বসে আমিও আমার কষ্টটা চুপচাপ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কলকাতায় তোমার চিকিৎসা করিয়ে কিছুদিন নিজের কাছে রেখেছিলাম। তারপর আবার তোমাকে দার্জিলিং ফিরে যেতে হল।

কয়েক বছর পর আবার এল তোমার জন্মদিন।

তোমার দিদান আর আমি তোমার

জন্মদিনটা তোমার সঙ্গে কাটাব বলে দার্জিলিঙে গেলাম। হোস্টেল থেকে তোমাকে নিয়ে আমরা হোটেলে উঠলাম।

সেই সন্ধ্যায় হঠাৎ তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বললে—

“মা, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।”

আমি বলেছিলাম,
“পুজোর সময়, অক্টোবরে বাড়ি আসবে।”

কিন্তু তুমি কাঁদতে শুরু করলে।

তোমার কান্না দেখে আমার বুকটা আবার ভেঙে যাচ্ছিল।

তোমার দিদান খুব শান্তভাবে আমাকে বললেন—

“ওকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি নিয়ে চলো।”

সেই রাতেই আমি তোমার ফেরার টিকিট কেটে ফেললাম।

পরদিন আমরা দার্জিলিং ছেড়ে রওনা দিলাম।

তখন দার্জিলিঙে আন্দোলন আর ধর্মঘটের খবর ছড়াতে শুরু করেছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমরা নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে গেলাম।

তার মাত্র কয়েকদিন পর হোস্টেল থেকে চিঠি এল—পরিস্থিতির কারণে সমস্ত অভিভাবককে তাঁদের সন্তানদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

সেদিন আমার মনে হয়েছিল, তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনার জন্য হয়তো ঈশ্বর নিজেই একটা পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

তুমি আবার আমার কাছে ফিরে এলে।

আজ এত বছর পর পিছনে তাকালে মনে হয়, আমরা দু’জনে কত কিছু পেরিয়ে এসেছি।

কখনও আনন্দ, কখনও কষ্ট।
কখনও হাসি, কখনও চোখের জল।
কখনও কাছে থাকা, কখনও দূরে চলে যাওয়া...

কিন্তু এত কিছুর মধ্যেও একটা জিনিস কখনও বদলায়নি—তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা।

বরং সময়ের সঙ্গে সেই ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছে।

আজ তোমার জন্মদিনে নিজের জন্য আমার কিছুই চাওয়ার নেই।

আমি শুধু চাই—তুমি ভালো থাকো। তুমি সুস্থ থাকো। তুমি সুখী হও। আর জীবনের যেকোনও কঠিন সময়ের সামনে দাঁড়ানোর মতো শক্তি যেন তোমার সবসময় থাকে।

একজন মা হিসেবে এটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রার্থনা।







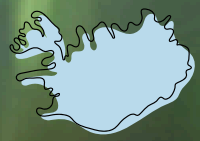
Iceland: the land of fire and Ice

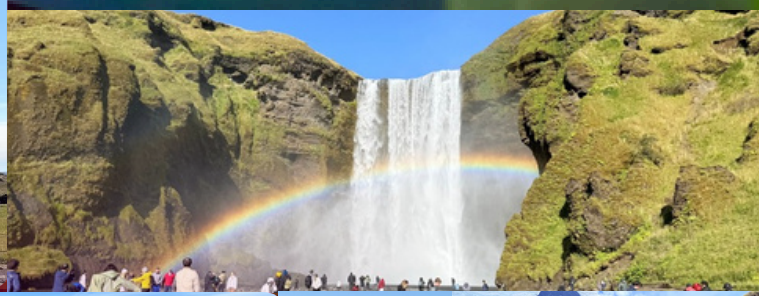


Iceland—where fire, ice, and an ever-changing sky meet. From Kirkjufell's rugged landscape and solitary countryside churches to the surreal dance of the Northern Lights, these photographs capture a land where nature is always the storyteller.

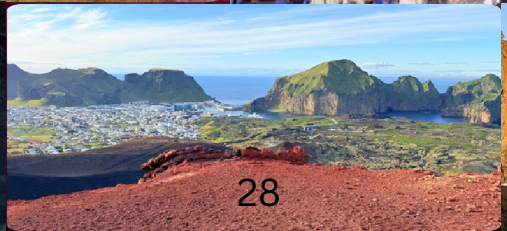


Photography :
Partha Pratim Sanyal

















নিঃসঙ্গতার ভাষায় এক শান্তির সন্ধান

কাকলি

মানুষ সারাজীবন সঙ্গ খোঁজে, অথচ শেষ পর্যন্ত বুঝতে শেখে—
জীবনের দীর্ঘতম পথগুলো একাই অতিক্রম করতে হয়।
আমি নিঃসঙ্গতাকে ভয় পাই না, ভয় পাই প্রত্যাশাকে।
কারণ প্রত্যাশাই তো অভিমানের জন্ম দেয়,
আর অভিমান ধীরে ধীরে হৃদয়ের ভেতর
এক অদৃশ্য দেয়াল তোলে।

নিঃসঙ্গতার কোনো দাবি নেই, নেই কোনো অভিযোগ।
সে যে শুধু নীরবে শেখায়—
যা হারিয়ে গেছে, তাকে মুক্তি দাও,
যা পাওয়া হয়নি, তাকে মেনে নাও,
আর যা এখনও আছে, তাকে যত্নে ভালোবাসো।
রাত যত গভীর হয়, নিঃসঙ্গতার ভাষা তত স্পষ্ট হয়।

তখনই উপলব্ধি হয়—
ভিড়ের মাঝেও একা থাকা যায়,
আবার একা থাকার মধ্যেও
নিজেকে পূর্ণ করে তোলা যায়।
শান্তি যে কোনো গন্তব্য নয়,

কোনো মানুষের উপস্থিতির উপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে না।
শান্তি হলো নিজের ভেতরে ফিরে আসার এক নীরব সাধনা,
আর সেই শিল্পের সবচেয়ে নীরব শিক্ষক 'নিঃসঙ্গতা'।
যে অভিমান করতে শেখেনি, যে অভিযোগের ভাষা বোঝে না,
তার নীরবতা হাজার শব্দের চেয়ে গভীর হয়ে ওঠে।
আর যে নিঃসঙ্গতার ভাষা বুঝে ফেলে,
সে যে আর শান্তির প্রার্থনা করে না— সে জানে,
শান্তি বাইরে কোথাও অপেক্ষা করে না, সে যেন কোনো প্রাপ্তি নয়।
শান্তি নিজের ভেতরে ফিরে আসার ক্ষমতা।

बचपन के वो दिन

आशीष बरनवाल

बचपन के वो दिन, जब हम खूब मस्तियाँ करते थे,
नादान बड़े थे, किसी से हम न डरते थे।
कितनी सरल थी ज़िंदगी हमारी,
फिर भी बड़े खुश रहते थे।
जब छोटी उँगली छू लेने भर से दोस्ती हो जाया करती थी,
नफ़रत और जातिवाद हमें समझ न आती थी।
जब गर्मी की छुट्टियों में कुल्फ़ी को मन ललचाता था,
मास्टरजी की एक छड़ी से पूरा होमवर्क हो जाता था।
जब टीवी पर दो ही चैनल आते थे,

जब टेल्सपिन और शक्तिमान हमें बहुत भाते थे।
जब घर में एक ही फ़ोन की घंटी बजती थी,
जब दोस्तों के साथ बड़ी शरारत होती थी।

जब Pokémon Go नहीं, लुका-छिपी की मस्ती थी,
बारिश के मौसम में कागज़ की कश्ती थी।
जब Google Maps नहीं, लोगों से पता पूछा करते थे,
अपनी सोच को Facebook पर नहीं, बस डायरी में लिख दिया करते थे।

वो नानी के घर जाने को बड़े उतावले होते थे,
पेपरमिंट की टॉफ़ियों के लिए हम फूट-फूटकर रोते थे।



वो परियों की कहानियाँ सुने बिना नींद कहाँ आती थी,
स्कूल में मम्मी-पापा की याद बड़ी सताती थी।
जब क्लास में टॉप कर पूरी दुनिया जीत लेते थे,
पापा के गिफ़्ट बड़े अनोखे होते थे।
उतनी खुशियाँ तो आज किसी चीज़ से नहीं मिलती हैं,
अब समझ आया, ख़्वाहिशें तो माँ-बाप के पैसों से ही पूरी होती हैं।
वो बचपन कितना सुहाना था,
खुशियों का ख़ज़ाना था।
बचपन में लोग पूछा करते थे,
बड़े होकर क्या बनना है?
जवाब अब समझ आया,
फिर से बच्चा बनना है।
वो बचपन के दिन कहाँ गए,
यारों, हम क्यों बड़े हो गए?



Hurt That Attacked

Kakoli



There is a type of hurt
That can bring you to your knees.
There is a type of hurt
That you fear will never ease.

There is a type of hurt
That can break your soul,
A gut-wrenching pain
That leaves a gaping hole.

There is a type of hurt
That can make it hard to swallow.
You try to scream but make no sound,
And there's no answer that follows.

You're gasping for air
As you face the ground,
And when you finally scream,
It's the most piercing sound to feel.

You can't believe it came.
Hyperventilating doesn't sum it up.

You've lost what made you breathe,
And you feel "forever stuck."



Grief can come in any form.
That's what I learned from a stranger
Who dropped me home after signing the
Hospital documents for my release, as
I did not have "anyone" called "family"
By me that day.

In the blink of an eye, my entire
Meaning of "life is beautiful" changed
To "life sucks."

I feel horrified, betrayed, awful, stuck,
At a loss for words—everything at the same
Time. Yet life goes on……

I am a warrior who survived all
The betrayals given by the humans who
Used to be my "entire world."

I survived the heart that was
"ATTACKED."



রঙেরেখায় | *Rong-e Rekhay*



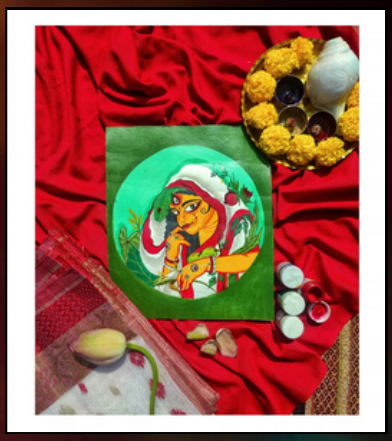
Kaustav Das Gupta



Kean Chowdhury



Ishita Chowdhury



Soumya Kolay



Jitraj Banerjee



DURGA PUJA - *ITS IMPLICATIONS AND SIGNIFICANCE*

Kaberi Chattopadhyay (Author and Poet)

Durga Puja is one of the most profound and culturally vibrant festivals of India. Goddess Durga is worshipped as the embodiment of 'Shakti ', and her victory over Mahishasura, the Demon, symbolizes the eternal triumph of good over evil.

Its significance, however, extends far beyond mythology and rituals. Maa Durga's triumph reminds us that truth, righteousness, and virtue are supreme attributes and ultimately possess the power or strength to overcome oppression and darkness. So Durga Puja is far more than a religious festival or a celebration of the victory of the Divine Mother over Mahishasura.

At its deepest level, it is a timeless affirmation of the triumph of good over evil, knowledge over ignorance, courage over fear, and most importantly, justice over oppression. Its relevance extends far beyond mythology into the moral and social realities of our contemporary world.

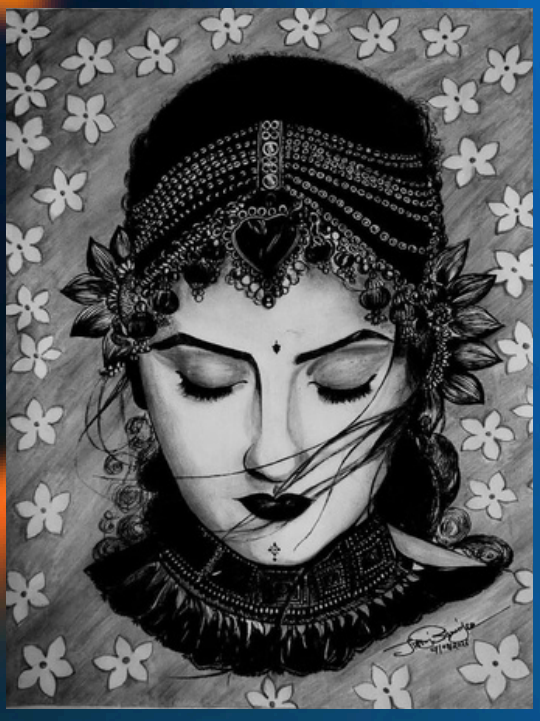
Mother Durga embodies strength tempered by compassion and power used not for domination but for the protection of the vulnerable. In an age when violence, intolerance, exploitation, and injustice continue to plague us, the message of Durga Puja acquires renewed significance.

As she slays Mahishasura, she not only slays him but the inner vices vitiating the soul. The Mahishasura within us is represented by anger, jealousy, cruelty, and misuse of power. Durga's victory urges us to conquer these dark negative traits and awaken the noble ones. Durga Puja also celebrates the empowerment of women; She is not the passive recipient of Divine Grace but the embodiment of SUPREME POWER.
Today's world that is ridden with unwanted violence, inequality and discrimination carries Her powerful message --

"Women deserve respect as equal participants as decision makers, and creators of society."

The Celebration teaches us that humanity flourishes when differences are bridged rather than erecting walls of noncooperation and aloofness. Beyond the elaborate grandeur of the festivities, true worship of Durga lies in creating a society where, in an increasingly materialistic and fragmented world, we rediscover our moral strength and strive relentlessly to create a world where women are respected, children get educated and nourished, and justice is upheld, where strength gets entwined with compassion, courage with wisdom and victory with humility. So Durga Puja is not an annual festival; it is a celebration of life, hope, feminine energy, human resilience and the eternal triumph of light over darkness.





Sketch: Jitraj Banerjee

MY TRYST

WITH SHREYA GHOSHAL→

TEN YEARS ON!



By Partha Pratim Sanyal

Ten years have passed since I met Shreya Ghoshal, but I still keep thinking about **that** evening! I wrote down my recollections soon afterwards, wanting to preserve the memory forever. Reading them now brings back the same enchantment. These are my recollections, so the conversations may not be exact. I took no recording device with me, out of respect for the privacy of the Ghoshal family.

Shreya's brother, Soumyadeep, aka Ribhu, was my colleague at Oracle at the time. She was visiting for a family time for a whole month. I slowly mustered the courage to ask if I could meet her. Ribhu kindly agreed to arrange the meeting. Finally, it happened on **June 6, 2016**. Perhaps the most auspicious moment in my entire life!

I prepared questions, pretty sure I would fumble. I took a decorated letter, roses, rasogollas, a thank-you card, a plush kitten and khejurer gurer payesh I had made myself.

"Why so much stuff?" Ribhu asked.

"A fan is meeting his superstar! This is special!", I replied.

My heart was pounding. The door opened and Shreya was right there! I was dazed. Her song was playing in the background. For a moment, I was confused: was it the recording or was she singing?

The song stopped as I entered.

"Is that really you? Or some wax figure?" I asked.

She smiled. "Yes!"

I handed her the gifts. "Please read this letter when I am gone." I touched her parents' feet. I affectionately called them Kaku and Kakima, our Bengali words for Uncle and Aunty.

“How did you manage to get the gur?” Shreya asked. “I brought it from India!”

Kakima brought pakoras and sooji halua. “I made these for you.”

The entire family was there, chatting so comfortably that it felt as if I was talking to my neighbours. They never made me feel insignificant.

Kaku asked about my work. When I mentioned the Internet of Things, Shreya raised her hand and quipped, “I know IoT, I have heard that term!” I loved how she joined the conversation. There I was, discussing my job with Shreya!

I asked about working with A. R. Rahman. She described his genius, his experiments and how bits and pieces recorded separately became “Barso Re.” “I thought, what are we going to make out of this? But he assembled the song, and now it’s as you hear it.” She told me that the “Na Na Re” part originally had words!

“Do you have plans for an album of Tagore or Nazrul songs?”

She explained that even slight variations invited criticism, while she liked creating her own variations. She also spoke about singing in Gulzar’s project inspired by Tagore.
I told her about attending her concert before knowing Ribhu was her brother. I had actually asked him to take pictures of her and send them to me! Everyone had a hearty laugh.



Shreya handed me a cup of tea. “We don’t have a saucer, so please manage with this.”

Did this really just happen? For real? Shreya making tea for me and handing it over? Isn’t that surreal?

Kakima shared memories of taking her to studios and encouraging her music.

Shreya's parents took turns accompanying her, while also making sure little Ribhu was fed, asleep and had finished his homework. She had wanted Shreya to become an engineer like Kaku, but recognised her wonderful voice and initiated her into music.

I listened, enchanted.
"Do you have any interest in collaborating internationally?" I asked. She said she wanted to focus on Indian music and enrich it through her contribution.

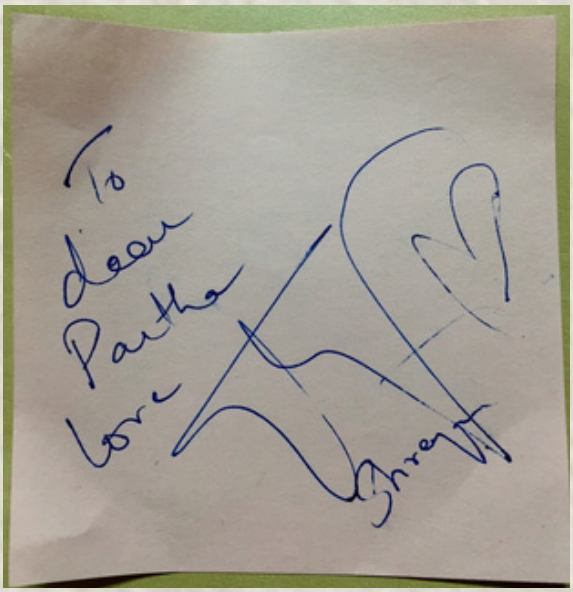
They had to leave. I requested Shreya to sing a few lines.

"Let's take some pictures!" she said, taking my phone. "I'm good at selfies." While she signed autographs on my sticky notes, I asked once again.

"What do you want to hear?" "**Chalo Tumko Lekar Chale.**" She adjusted her tune before singing, just as I had always noticed.

Time stood still when she sang standing just next to me. The familiar mellifluous voice that had inspired me, enchanted me, haunted me and made me happy was now live in front of me!

I had thought, rethought and thought again about this exact scene for years.



What had happened in my dreams was taking a real form! Ten years later, that moment still reverberates in my mind.

They thanked me for coming and said they would love to meet me again. I asked permission to post the pictures and promised to respect their privacy about where Ribhu lived.

My final handshake was with Shreya. For a while, their hospitality had made me feel like part of their family. As I headed back to the car, I felt I would need a few days to come out of this enchantment and return to ground reality! Ten years have passed, and reading what I wrote then brings it all back. This memory will stay with me till my last breath. And I just recollected those precious moments during her concert T**he Unstoppable Tour** at Everett, Washington on September 24th, 2026







Photography

SAJAKANTH GANESU



THE ETERNAL SPIRIT OF THE OMNIPOTENT MOTHER

KABERI CHATTOPADHYAY

When shiuli flowers whisper softly of a sacred dawn when autumn skies awaken in a blaze of blue
The Mother arrives not merely to temples But to awaken the Divinity within us
She comes when fear silences the voice of the innocent She comes when cruelty declares itself invincible Upon a lion
She rides through the storm Her crimson garments flaming against the darkness
The Gods have given Her their weapons Humanity has given Her its prayers
Her greatest weapon, though, is Her righteousness

She teaches us that goodness must never surrender, that strength is sacred when wielded for the weak Durga Puja is the triumph of light over night ---
A timeless call to make our hearts. A sanctuary of
HUMANITY



A SKETCH BY JITRAJ BANERJEE

“সামান্য ক্ষতি - অসামান্য ক্ষতিপূরণ”

কলমে - অমিথ্যাবাদী

সেই পৌষ মাস, শীতের বাতাস। প্রধান মহিষী করুণা
নিষ্ঠুর ভিলেন; তবে রাজা দেখালেন ন্যায়বিচারের নমুনা।
প্রমোদের ঝোঁকে গ্রামে আগুন লাগিয়ে
বলেন করুণা, অতি সামান্য ক্ষতি এ!
নিজের রানীকে ভিখিরী বানিয়ে
ন্যায়াধীশ করে শাসন,
"ভিক্ষেরই টাকায় কর একটি বছরে সবার পুনর্বাসন"।

গল্পের গরু গাছে না উঠুক, গল্পের রানী রাস্তায়?
পলিটিক্সে ব্রাদার কোন কিছু আর হয় না যে এত সস্তায়!
ন্যায়পরায়ণ রাজার জন্য
সারা দেশ করে ধন্য ধন্য।
বৌ তাড়াবার কাজটা অনন্য,
তাই তো রাজার গ্ল্যামার
বেড়েছে বেজায়। বলছে প্রজায়, 'কলির রামাবতার'।

ভিখারিনী বেশে ব্যাকডোর ঘেঁষে যেই নেমেছেন পথে,
দেখেন মহিষী দেবদূতই বুঝি এলেন দৈব রথে।
অশ্ব শকট থেকে বিশাল বপু নিয়া
নামলেন শেঠ চতুর ভূতোরিয়া;
গদগদ কণ্ঠ, কম্পিত হিয়া,
বলে, দয়াময়ী রানীমা,
ইজাজৎ হলে বসি পদতলে, এ যে শানদার মহিমা।

করি প্রার্থনা, হামার গরিবখানা আলো করে কুছ্ দিন
ঠহরিয়ে দেবীজী। যদি হন রাজি, ফির তকদীর মসৃণ।
রয়েছে হামার দুই ঘরবালী
বড় জন গোরী, ছোটী থোড়ী কালী।
দোনো জন শিখেছে পূজার প্রণালী
করুণাময়ীর জন্য,
সাড়ে ষোল কোটি দেবীর মধ্যে আপনিই যে অগ্রগণ্য।

রানী বলে ক্লেশে, রাজার আদেশে করব যে ভিক্ষাবৃত্তি;
সহি বাত্ হুজুর, জানালেন চতুর, এ কথা জরুর সত্যি।
পরিভাষা কত আছে শব্দকোষে ...
ধরুন হামার অট্টালিকাতে বসে
পূজা গ্রহণ করা পরম সন্তোষে,
সে ভিক্ষারই নামান্তর।
রাজাদেশ মানি, কানুন ভী জানি, খুঁজে নি ফাঁকফোকর।

ওদিকে গ্রামের আহম্মক লোকে হারাগৃহ শোকে কাঁদে;
বিচারের শেষে গেছে তারা ফেঁসে মিহি কূটনীতি ফাঁদে।
একটি বছর চান্স্ নেই এখন
না পুনর্বাসন, না কম্পেনসেশন্,
গাছের তলায় জীবনযাপন
ছাড়া যে উপায় নাই।
শীত বর্ষায় রানীরই ভরসায় শিবের গাজন গাই!

কত অনুনয়ে নিজের নিলয়ে করুণাকে আনে ভূতোরিয়া।
আর রানীর সেবায় বুক পেতে দেয় শেঠজির দুই জায়া।
ফ্যান্সি বালুচরী শাড়ি, মখমলি কাঁচুলি
করুণার কোমল অঙ্গে এনে দিলো তুলি,
মেকআপের ব্যবস্থাও নয় তো মামুলি,
স্বর্ণচূর্ণ চন্দনে
পালিশ করল ধীরে মহিষীর শরীরে দুজনে হৃষ্ট মনে।

কণ্ঠ-বাজু-কোমরে মহার্ঘ অলংকারে অপরূপা রূপসী
হয়ে উঠলেন করুণা আবার, যেন মাঘী পূর্ণিমার শশী।
'লাঞ্চ'-এর ব্যবস্থা ছিল পাতি দিশী,
তড়িঘড়ি জানালেন শেঠজির পিসি
হামরা নিরামিষাশী, লেকিন মহিষী
ননভেজ-প্রিয় জানি,
হাজী সরদার দেবে ডিনারে জুগাড় রেজালা বিরিয়ানি।

অনেকটা ঝুঁকে পেন্নাম ঠুকে ভূতরিয়া জানায়, এবার
হরেক গাঁওবাসীর মিলবে মকান; করছি অঙ্গীকার।
সম্মান নিয়ে রানীমা তা হ'লে
সটান ফিরবেন নিজের মহলে;
কত ছলে বলে আর কৌশলে
ভাগ্যের তালা যে খুলল,

বেওসা ফেঁপে কলাগাছ হোবে, সবে তো আঙ্গুল ফুললো।

সুবক্র ত্রিভুজ, রানীমার অনুজ, যিনি মগধের যুবরাজ,
হামি আপনার ভক্ত্ আছি শুনে তিনি বহোত খুশ্ আজ।
খবর পাঠালেন দূত মারফত,
মগধের যত বড় রাজপথ
সাথ মে কুছ নয়ী ইমারত
সব কন্ট্রাক্ট্ পাব হামি।
আপনারই জন্য ভাগ্য প্রসন্ন, আপনি সাক্ষাৎ লছমী।

প্রয়াগের আমলা ধুরন্ধর লালা, রিস্তায় আপনার জিজাজী,
বিশ লোককে ল্যাং মেরে তিনি আজকে প্রধান খাজাঞ্চি।
আমার মহলে তার শালী আছে জেনে,
সন্দেশা ভেজলেন নেহাতই গোপনে
ঠিকা লিবো আমি সে রাজ্যের বনে
করব জঙ্গল সাফা।
কিছু কাট্ মানি দিতে হবে জানি, আখেরে বহুৎ মুনাফা।

রানীমার জ্যাঠা গেছেন ক্যালকাটা গঙ্গাসাগর স্নানে।
পালামৌ থেকে তার শালাবউ অসামান্য অনুদানে
করেছেন যে মেহেরবানী, ওহী বহোৎখুব।
রুপিয়াটা পেয়েছি হামি আর থাকব না চুপ;
হরেক গাঁওবাসীর পাবে আবাস অপরূপ,
কুছু দেরি নাহি হোবে।
রানীর কৃপায় হামার বেওসায় সেভেন স্টার লেগে যাবে।

রানী ভাবে চতুর হবে কি ফোতুর, লাগবে প্রচুর লেবার!
শেঠ বলে মাজী, বেওসাটা বুঝি, ফ্রীতেই মিলবে দেদার।
চুগলিবাজ ওই হাড়-হাভাতেগুলো
না আছে চাল, না রয়েছে চুলো,
সুঝাবটা আজ ইন্হী লোগ তুল্লো,
অবৈতনিক শ্রমদান
করলে যদি পায় রানীর কৃপায় নতুন বাসস্থান।

ঝুপড়িগুলোর কি ছিরিই ছিল! অকালবৈশাখীতে
দমকা হাওয়ায় দুমড়ে-মুচড়ে পড়ত গঙ্গা নদীতে।
তার বদলে আহা নতুন ঘরের চাবি
স্বয়ং মহিষীর থেকে পেল সব অভাবী।
গর্বিত গ্রামবাসীরা আজ নয় হাবিজাবি,
আছে সব্বার স্যুইট্ হোম;
আজকে সবাই নিজের দালানেই করে অনুলোম বিলোম।

এক অমাবস্যায় বেদম হতাশায় ছেড়েছিল রানী মহল,
পরের পূর্ণিমাতে পরম আহ্লাদে বিগলিত চাষার দল
হৈ চৈ করে জানায় করুণাকে প্রণতি,
'ক্যুইন অফ্ হার্টস্' তিনি অগতির গতি।
আর করুণা ভাবছেন, ভিক্ষাবৃত্তি
জানতাম খুব হ্যাপার।
এখন বুঝেছি ভয় মিছিমিছি, বেশ তো মজার ব্যাপার।

খুলে দিয়ে ঘোড়া, নিজ হাতে তারা রথের রশিটা তুল্লো
বাজিয়ে নাকাড়া গদগদ প্রজারা রথ টেনে নিয়ে চল্লো।
নিজের মহলে দাম্ভিক অধিকারে
করুণা ফিরলেন খুবই সারম্বরে।
ভূতরিয়া শেঠ যে ছিল অগোচরে
কেউ জানলো না কোন মতে।
প্রচারের আলোয় কাজ নেই তার, 'বেওসা'তে কেল্লাফতে!

পুণ্য সনাতন দেশে ছেয়ে গেল অবশেষে চতুর লোলুপ রসনা।
অমোঘ বিধান, কোন বিজনেসম্যান্ ধারেকাছে যেন ঘেঁষোনা।
ট্যাড়স আমদানি থেকে ডায়মন্ড এক্সপোর্ট
সবেতেই সরাসরি সরকারি সাপোর্ট।
'ভূতো-কোম্পানি'র একচেটিয়া দাপট
চলছে, চলবে বহুকাল।
মূল্যবৃদ্ধি আর বেকারীতে দেশের হলই বা করুন হাল!

পিছুটান
অমিত মণ্ডল

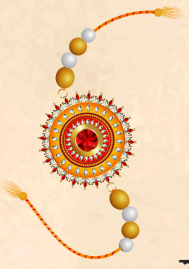


বহুদূর ভেসে গেছি, স্মৃতিগুলোকে পাথেয় করে,
সময়ের টানে আজ থমকে দাঁড়িয়েছে নদী।
স্মৃতির খামগুলো খুলে দেখি বিষণ্ন আলোয়,
যদি সেদিনের সেই মিছে অভিমান মুছে যেত, যদি।

সজল হাওয়া এসে কানে কানে বলে যায় নাম,
জেগে ওঠে ছায়া ঢাকা সেই চেনা গলি।
কত কথা জমা হয়ে ধূলো জমে আছে বুকে,
কাউকে বলিনি যা, আজ শুধু নিজেকেই বলি।

শ্রাবণ এসে ধুয়ে নিয়ে গেছে কত রঙিন সময়,
ভাসিয়ে দিয়েছে চেনা হাসি, কত চেনা সুর।
তবু এই স্মৃতির ভেলায় আজও বসে আছি জেগে,
যদিও জানি যে তুমি বহুদূর...

रक्षाबंधन
देवांश सोनी





यह सूत्र है रक्षा का,
यह स्नेह का प्रतीक है।
अद्भुत यह पर्व है मिलन का,
यह नए-पुराने किस्सों का गीत है।
मीठा-नमकीन चखने की परंपरा है,
यह दुख-सुख में साथ रहने की प्रेरणा है।
ब्रह्मांड कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए,
बहन की राखी भाई तक पहुंच ही जाती है।

मैं और तुम
भाविका

मैं वो हूँ जो हार कर थक गया,
तुम वो हो जो थक कर हार गया।

मैं वो जिसने रिश्ते संभाले,
तुम वो जिसके हिस्से व्यापार गया।

मैं वो जो दरिया में पला,
तुम वो जो सागर से हार गया।

तुम वो जो तूफ़ान से लड़ा था,
पर उस रात तो मैं तूफ़ान बनकर खड़ा था।

ओह, तो तुम्हारे पास ख़ज़ाने हैं?
नहीं, बस कुछ थोड़े से ज़माने हैं।

अरे हाँ, तो वो जो कल चाँद पे दिखने थे,
पर हम तो तुम्हारे सामने खड़े थे।

मुझे नफ़रत है तुमसे,
मैं जानता हूँ।

पर मोहब्बत भी करो,
इतना काफ़ी है कि तुम्हें मानता हूँ।

तुम ग़लत हो,
मैं बस सही नहीं।

तुम हार चुके हो,
पर जीतने में कमी नहीं।

मैं ऊपर हूँ ना,
हाँ, बस हम गिर गए।

मैं ज़िंदा हूँ ना,
हाँ, बस हम मर गए।

मैंने तुम्हें छोड़ दिया,
मैं ख़ुद को कभी पकड़ नहीं पाया।

तुम गिर गए,
मैं कभी संभल नहीं पाया...

तुम्हें फ़िक्र नहीं थी कभी,
हाँ... आदत थी हमें।

तुम बहुत मुश्किल हो,
कभी नज़ाकत थी हममें।

तुम दूर गए,
मैं कभी पास रह नहीं पाया।

तुम ख़ुद को समझ गए,
मैं समझ को सह नहीं पाया।

तुम चल पड़े बिना रुके,
मैं रुककर चल नहीं पाया।

तुमने दर्द को लिख दिया लफ़्ज़ों में,
मैं लफ़्ज़ को दर्द लिख नहीं पाया।

तुमने अपने आप को माफ़ कर दिया,
मैं कभी ख़ुद को देख नहीं पाया।

तुम जीतकर भी अकेले हो गए,
मैं हारकर भी किसी का हो नहीं पाया।

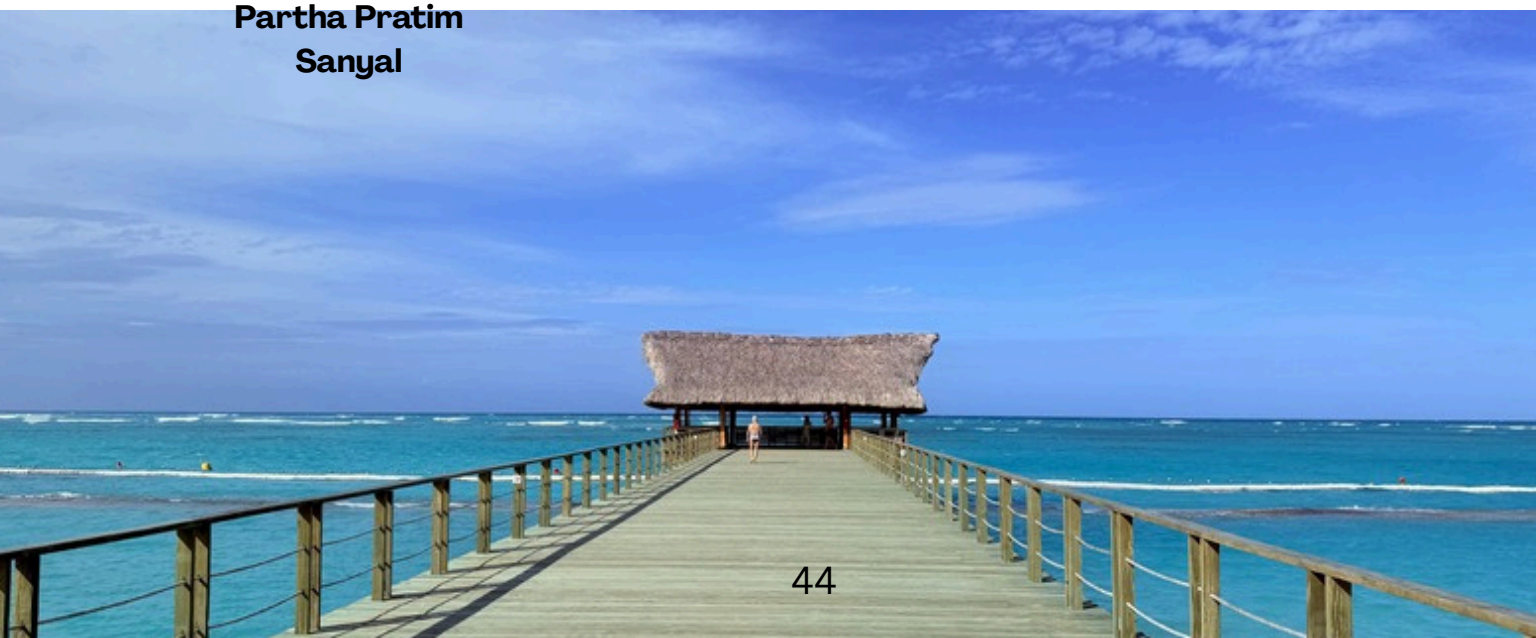




Photography : Partha Pratim Sanyal



Photography : Sanjiban Das



প্রতিটি অধ্যায়ে তোমার প্রেমে
Falling in Love, Through Every Chapter

সুস্মিতা দাস

প্রেম শব্দটা জীবনে এসেছিল
ঝড়ো হাওয়ার মতো–
হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে।
এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছিল
চেনা দিনের অর্থ,
আর একজন মানুষকে
করে তুলেছিল ভীষণ আপন।
প্রথমে ছিল শুধু ভালো লাগা–
কথা বলার অজুহাত,
অপেক্ষার ছোট ছোট মুহূর্ত,
অকারণে মনে পড়া।
তারপর সেই ভালো লাগা
নিঃশব্দে ভালোবাসা হয়ে উঠল।
দু'বছরের প্রেমে ছিল
স্বপ্ন, হাসি, অভিমান
আর ভবিষ্যৎ নিয়ে কত না কল্পনা।
তখন জানা ছিল না
জীবন কোথায় নিয়ে যাবে,
শুধু জানা ছিল–
একসাথে থাকাটাই সবচেয়ে সুন্দর সম্ভাবনা।
তারপর ভালোবাসা পেল
একটি নতুন নাম – সংসার।
শুরু হলো ১৫ বছরের
এক দীর্ঘ, সুন্দর অধ্যায়।
এই সময়ের মধ্যে জীবন সবসময় সহজ ছিল না।
ছিল ব্যস্ততা, দায়িত্ব,
কিছু ভুল বোঝাবুঝি, কিছু নীরবতা,
আবার ছিল এমন অসংখ্য মুহূর্ত
যেখানে কোনো কথার প্রয়োজনই হয়নি।
কারণ ভালোবাসা শুধু
একসাথে থাকার নাম নয়।
ভালোবাসা হলো–
একে অপরকে বুঝে নেওয়া,
ভুলের জায়গায় ক্ষমা রাখা,
কঠিন দিনে পাশে থাকা
আর আনন্দের মুহূর্তে
সেই আনন্দ ভাগ করে নেওয়া।
আর এই ১৭ বছরের সবচেয়ে সুন্দর সত্যি হলো–
আমরা শুধু একবার প্রেমে পড়িনি।
আমরা প্রতিদিন একে অপরের প্রেমে পড়েছি।
কখনো একটি হাসিতে,
কখনো একটি যত্নে,
কখনো কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়ানোয়,
আবার কখনো কোনো কারণ ছাড়াই
একজন আরেকজনকে দেখে মনে হয়েছে–
"এই মানুষটাকেই তো আমি ভালোবাসি।"
প্রথম প্রেমে হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হয়,
আর সময়ের সাথে ভালোবাসা
হৃদয়ের ভেতর আরও গভীরে জায়গা করে নেয়।
তখন আর প্রতিদিন ভালোবাসার
প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
একটি পরিচিত মুখ,
একটি চেনা কণ্ঠ,
একটি নিশ্চিন্ত উপস্থিতিই
অনেক কিছু বলে দেয়।
দু'বছরের প্রেম
আর পনেরো বছরের দাম্পত্য–
১৭ বছরের একসাথে বেড়ে ওঠা।
এই ১৭ বছরে
অনেক কিছু বদলেছে।
দিন বদলেছে,
পরিস্থিতি বদলেছে,
স্বপ্নের ধরন বদলেছে।
কিন্তু একটি জিনিস বদলায়নি–
একে অপরকে নতুন করে আবিষ্কার করার সেই অনুভূতি।
হয়তো এটাই দীর্ঘ ভালোবাসার সৌন্দর্য–
একই মানুষকে প্রতিদিন
একটু নতুন করে দেখা,
নতুন করে বোঝা,
আর নতুন করে ভালোবেসে ফেলা।
প্রেম তখন আর শুধু একটি অনুভূতি নয়।
সে হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব,
বিশ্বাস, অভ্যাস,
নির্ভরতা
এবং জীবনের সবচেয়ে আপন ঠিকানা।
১৭ বছর পরেও তাই
গল্পটা শেষ হয়নি।
বরং প্রতিটি নতুন সকাল
আরেকটি সুযোগ–
আবার প্রেমে পড়ার,
আবার একে অপরকে বেছে নেওয়ার।
দু'বছরে যে প্রেম শুরু হয়েছিল,
পনেরো বছরে সে পরিণত হয়েছে জীবনে।
আর আজও–
আমরা প্রতিদিন, একটু একটু করে,
আবার একে অপরের প্রেমে পড়ি।



Art: Gauri Waman



Canvas Painting : Partha Pratim Sanyal



Sketch: Jitraj Banerjee

প্রবাস যাত্রার প্রস্তুতি
অর্ণব রায়



Photo : Partha Pratim Sanyal

অফিসে বসে কাজ করছি, অন্তত ভাবখানা আমার এমনি। একজনকে চার দিন আগে একটা কাজের request করেছি, জবাব দেয়নি। ভাবছি এবার কেমনভাবে লিখব, চতুর্থবার লিখব কিনা—এইসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি বসের বস, আমাদের ভাষায় M2, হেলেদুলে আসছেন আমার দিকে, একটা হাসি হাসি মুখে। মানে আজ আমার আচ্ছে দিন শুরু বা শেষ—দুটোই হতে পারে। সুট করে মুন্ডুটা ঘুরিয়ে দেখলাম, আমার বস বেপাত্তা। তাহলে সম্ভবত আমি ওনার টার্গেট।

এসে "কেমন আছো, কাজকর্ম কেমন চলছে" ইত্যাদি গোছের খেজুরে আলাপ করলেন, তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "ভ্যাঙ্কুভার যাবে?"

ভ্যাঙ্কুভার! একদম মনে পড়ছে না কোন কোণের কোন জায়গা, আর আমি কেন যাব? আমার ওই প্রশ্নবোধক আর বিস্ময়সূচক মেশানো মুখ দেখে বোধহয় হঠাৎ করুণা হলো। বললেন, "মেইলটা দেখো," বলে হঠাৎ ব্যস্তবাগীশভাবে কেটে পড়লেন।

মেইল খুলতে গিয়ে দেখি Windows restart হবে, যেটাকে আমি দু'সপ্তাহ ধরে delay করে রেখেছি। এবার আর আমার কথা শুনল না। অগত্যা মোবাইলে মেইল দেখে বোঝা গেল, ভ্যাঙ্কুভার Western Canada-র একটা বেশ বড়সড় শহর।

আমার প্রোফাইলে, মানে যা একটু-আধটু শিখেছি, সেই কাজের একটা opening আছে আমাদের ওই সিটির অফিসে। যদি আমি interested হই, তাহলে interview, subject to visa approval—আমার একটা চাকরি হতে পারে।

একটু ভেবলে গেলুম। কানাডার বিভিন্ন ঠান্ডা আর বরফের ছবির কথা ভাবতে ভাবতে কী করব, দেশ ছেড়ে কেন যাব—এইসব যখন মনের মধ্যে উথলে উঠছে, এমন ভাবখানা যেন interview তো clear হয়েই গেছে, visa-ও লাগে না যেতে—পাশের cubicle-এর ছেলেটা সুট করে এসে জিজ্ঞেস করল, "কবে party দেবে?"

খুব নিরীহভাবে কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল, "এই যে, তুমি ভ্যাঙ্কুভার যাচ্ছো!"

আচ্ছা ভাবুন একবার, সবে মেইল পেলুম, এর মধ্যে সারা অফিস রাষ্ট্র হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ব্যাটা কান পেতে শুনেছে।

এরপর 'আমি কানাডা গিয়ে Tesla কিনব কিনা, বাড়ি এলে laptop আনা যায় কিনা, এখন থেকেই অবশ্যই medicine carry করা উচিত'—এই বিশেষজ্ঞ কমিটি, ওরফে আমার team-mate-দের জ্ঞান শুনে যাচ্ছি। এর মধ্যে lunch time হয়ে গেছে, বৌয়ের দুটো missed call, তিন-চারটে WhatsApp এসেছে। পুরো কেস।

বৌকে তো জানাতে হবে। ফোন তুলে একদম straight bat-এ খেলে দিলুম, "ভ্যাঙ্কুভার যাবে?"

বৌ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কেন! তার চেয়ে ইউরোপ যাই চল বেড়াতে।"

আমারও উত্তর ready—"ইউরোপ! না না, আরও দূরে। একদম উত্তর আমেরিকা, কানাডা।"

বাকি বিস্তারিত একটু জানানোর পর বুঝলাম, এই আলোচনা করতে সময় লাগবে।

এবার next call মাকে। মাকে বলতেই মা বলল, "বাবাকে ডাকি।" এই একটা জিনিস আমি এখনও বুঝিনি। মাকে কিছু বলতে গেলেই মা বলে বাবাকে ডাকি, আর বাবাকে বলতে গেলেই বলে তোর মাকে বল। আমি এই তিরিশ পেরিয়েও বুঝিনি কাকে কোনটা বলতে হয়। কবে যে বুঝব!

দুজনকে একইসঙ্গে বলে দিলাম। বাবা দেখলাম বেশ খুশি। মা দেখলাম চাপ নিয়ে নিয়েছে—"তোর তো ঠান্ডা লাগার ধাত, কানাডার ঠান্ডায় কী হবে?" মায়ের কাছে আমি এখনও মনে হয় school-going রয়ে গেছি, আর কানাডা তো North Pole—গ্লোবের শুধু north নয়।

তারপর বাকি দিনের অফিস হলো হাসিমুখে। প্রচুর লোক এলো congrats বা confirm করতে। সত্যি বলছি, আমি অধিকাংশকেই চিনি না। অগত্যা আমার সেই ৩১ পাটি দাঁত ভরসা—একটা তুলে দিয়েছে ডাক্তার—হেসে গেলুম।

বাড়ি ফিরে আলোচনা হলো। ভ্যাঙ্কুভার সম্পর্কে দেখলাম আমার বৌ অনেক কিছু এর মধ্যে জেনে গেছে। সত্যি বিয়ে করে কী যে সুবিধা, আমার কোনো কাজই নেই! কিন্তু বিদেশে যাওয়ার ব্যাপার—অনেক ভাবতে হবে। সেই ঋত্বিক ঘটকের কথা, "ভাবা practice করো।" সত্যি সেটা করতে হবে। ছেলেকে বলে কোনো লাভ নেই; ও এখানে লাফাচ্ছে, ওখানে গেলেও ঐটাই করবে।
সংক্ষিপ্তসারে, কিছুদিন ধরে পরিচিত-অল্পপরিচিত, নাতিদীর্ঘ এবং অতিদীর্ঘ বিদেশে থাকা কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে এইটুকু জানা গেল—কানাডা মানেই প্রচণ্ড ঠান্ডা নয়; ভ্যাঙ্কুভারে বরং কম ঠান্ডা পড়ে, দারুণ weather—মা একটু নিশ্চিন্ত। আর British Columbia-য় English প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম, তাই বৌয়েরও কাজ পেতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অতএব আমার আর কোনো চাপ নেই। কেন নেই জানতে হলে আগের দুটো point আবার পড়ে নিতে পারেন। যদিও অনেক কিছু যে এই বোঝার মধ্যে ছিল, সেটা পরে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা এই আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক।

এরপর ওখানে চাকরির জন্য interview, যেটা মোটামুটি উৎরে গেল। আমার বর্তমান manager দেখলাম খুশি—একটা কুঁড়েকে নামানো গেল ঘাড় থেকে।

এবার শুরু হলো এমন একটা কাজ, যেটা officially করছি না, কিন্তু চাপ আমারই—visa পাওয়ার কাগজপত্র তৈরি করা। অফিস থেকে একটি সংস্থাকে আমার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো, যাদের মূলত কাজ হলো আমায় দিয়ে সব করানো এবং সব আমারই দায়িত্ব—এইটা প্রতিবার মনে করানো।

অনেক কষ্টে নথিপত্র তৈরি হচ্ছে। বাবা আর বৌকে বিভিন্ন document দিতে বলতে গিয়ে মা মনে করিয়ে দিল, "অনেকবার ছোটবেলা থেকে বলেছি টেবিল-বইখাতা গুছিয়ে রাখার অভ্যেস করতে। মায়ের কথা তো শুনতে নেই।"

শুধু এইটাই নয়, এটাও জানলাম আমার তিন বছরের ছেলেও আমার থেকে গোছালো। মাকে একবার জিজ্ঞেস করলাম, "মা, আমি কি ছোটবেলা থেকে, মানে তিন-চার বছর থেকেই, এইরকম ছড়িয়ে রাখি?"

মায়ের একদম "হ্যাঁ" শুনে বুঝলাম, আমার এই ছড়ানোর ব্যাপারটা অনেক দিনের।
আর কোনো আশা-ভরসা নেই, শুধরোবে।
ভিসা এলো। আমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে visa করাবার সংস্থা আমার নতুন team-এর

হবু manager-এর থেকে appreciation-ও পেল। এত দিনে আমি এইসবে অভ্যস্ত। একটা মহর্ষি বা বন্ধুদের কথায় "জ্যাঠা মার্কা" দীর্ঘশ্বাস ফেলে passport-গুলো নিয়ে বাড়ি এলাম। যাক, সব হলো!

এবার ticket কাটা। জানতুম প্রতিজন দুটো করে, মানে মোট ছ'টা suitcase নিতে পারি, প্রতিটি ২৩ কেজি। এত অনেক! India domestic flight-এ ১৫ কেজিতে manage করে চালাচ্ছি, এবার তো ৪৬ কেজি প্রতিজন। কোনো ব্যাপারই নয়।

বৌকে বললাম, "নেমে পড়ো, গুছিয়ে নাও।"

বৌ গোছগাছ করছে, আমি অবান্তর এবং অকারণ মতামত দিচ্ছি, যেটা থেকে প্রতিবার বুঝছি আমার কিছুই জানা নেই packing নিয়ে। কিন্তু ভেবে বলুন, আর কী-ই বা করতে পারব?

যাওয়ার সাত দিন আগে বেশ বড়সড় ছ'টা suitcase দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ঘরে—যেন যুদ্ধে যাবে। একটা নড়াতে গিয়ে দেখি নড়ানোই যাচ্ছে না।

প্রচণ্ড কৌতূহলে বললুম, "কী ভরেছো! এত ভারী?" বৌ বলল, "তুমি তো কিছু বোঝো না, অনেক কিছু লাগে।"

মনে মনে বললুম, 'হ্যাঁ, সব তো তুমি জেনে বসে আছো।' মনের কথা মনেই রয়ে গেল।

টেনেটুনে suitcase-টা weighing machine-এ চাপিয়ে দেখি কাঁটা ৩০ ছুঁয়ে ফেলেছে। একি! সাত কেজি extra! আবার এই suitcase-টাই সবচেয়ে হালকা!

অফিস জানিয়ে দিল extra luggage নিজের টাকা, না হলে পরে parcel করে পাঠাতে হবে। কিন্তু বৌয়ের পরিষ্কার guidance—এই ছ'টা suitcase-এর কোনো কিছুই পরে পাঠানো যাবে না।

৩০ কেজিকে ২৩ কেজিতে আনার গল্পটা অল্প কথায় বলে দিই—অনেক কিছু বাদ হলো, অনেক কিছু নিতে পারলুম না, শুধুমাত্র কাজের জিনিসগুলো নিতে হলো। যদিও আমার কাছে যেগুলো কাজের, সেগুলো সংসারের কাজে আসে না—সেগুলো আগে বাদ গেল। একটা suitcase আমার জন্য বরাদ্দ ছিল। বাকি পাঁচটায় কী ছিল, সেটা আপনারা ভেবে নিতে পারেন।
আমি কিন্তু বৌকে manage করেই ফেললাম। প্রতিবারের মতো সবকটি হলো ২৩ কেজি করে।

এইবার এলো একটা অদ্ভুত পরিস্থিতি। বৌয়ের অফিস বলল তাকে এক সপ্তাহের জন্য ইউরোপে travel করতে হবে। Ticket পিছোনোর জন্য একটা আমতা-আমতা mail করলাম। সোজা জানাল, কিছু হবে না, joining date পিছোবে না।

যাঃ! বৌকে ছাড়া এখন যাব? আমার একার রান্নার ক্ষমতা হলো Maggi। তাহলে বৌ কানাডা আসা অবধি ঐটাই ভরসা। নানা flavour-এর Maggi কিনব ভাবছি—ওখানে গিয়ে স্বাদবদল হবে। Best friend নামক দুশমন হেসে বলল, "খাবি তো Maggi, তার আবার কত plan!"

হঠাৎ বিপ্লবী ভাব এনে একটা কড়া mail করলাম। Manager-এর সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটে গেল। বৌ অবাক হয়ে বলল, "অফিসে তোমার কথা শুনে নিল?" কী বলব, কোনো reputation নেই আমার।

সেই দিনটা এলো। সন্ধ্যায় flight। কলকাতা airport-এ এসে মনে হলো—অনেক দূর যাচ্ছি, পৃথিবীর আরেক প্রান্তে।

আগেও তো গেছি আর এসেছি। কিন্তু এবার শুধু যাচ্ছি—ফেরার ticket-টাই তো কাটিনি। Plane take-off করল। কলকাতার আলোগুলো মিলিয়ে গেল। সামনে Vancouver—কী অপেক্ষা করে আছে, কে জানে?

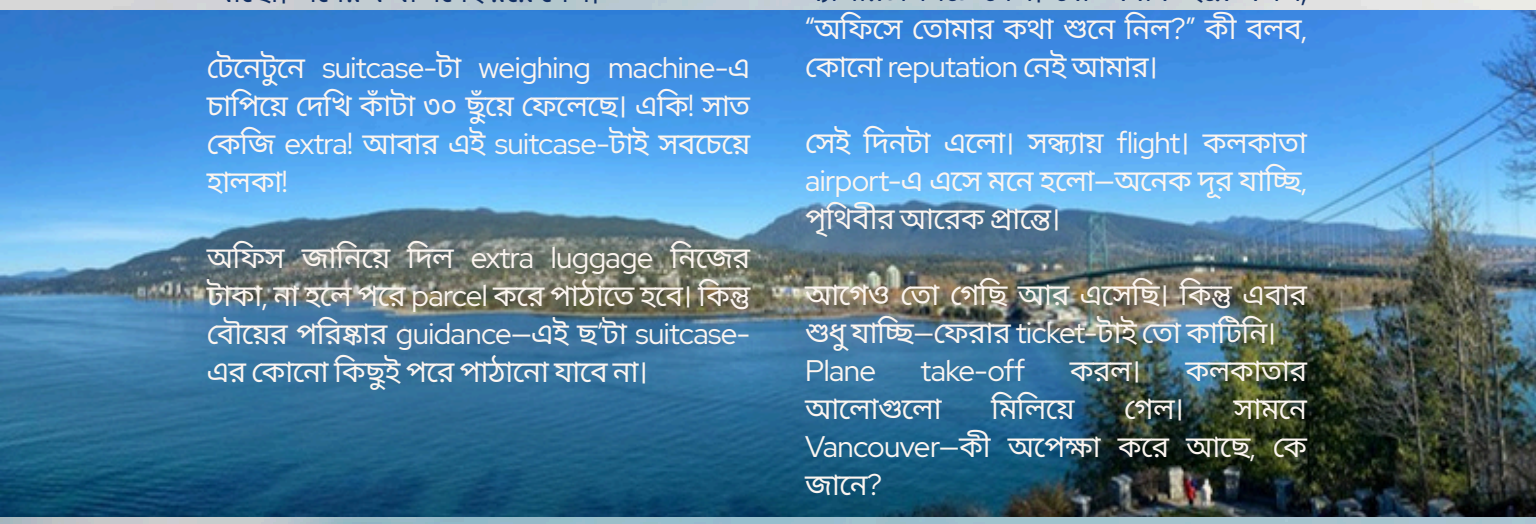


Photo : Partha Pratim Sanyal

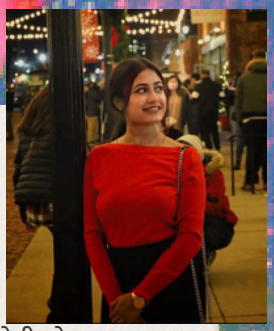








Photography :
Dipraj
Bhattacharjee



नारी

शिल्पी बनर्जी

नारी, तुम कौन हो?

क्या तुम वो हो, जो हर

छोटी-सी चीज़ में भी ज़िंदगी को सुंदर करने के कारण को इतनी आसानी से खोज लेती हो?

फिर चाहे वो एक रास्ते में बिखरा हुआ फूल हो या शाम की उन सुनहरी किरणों से सजा हुआ ढलता सूरज, तुम भागती हो

उसे अपनी आँखों और कैमरे में क़ैद करने के लिए।

क्या तुम वो हो, जो कंगन और बिंदी में भी माँ का पूर्ण सुंदर स्वरूप देख लेती हो? या फिर तुम वो नारी हो

जो घर से रोज़ निकलती है, आँखों में बड़े सपने और दिल में अनजाना-सा डर लिए हुए। नारी, तुम कौन हो?

नारी, क्या तुम वो हो, जो आज भी निश्चल मन से एक भावपूर्ण क्षण में भी आँखें नम कर लेती हो? या फिर

तुम वो नारी हो, जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन के नाम पर आँसुओं को आँखों में आज भी छुपा लेती हो।

नारी, तुम्हारा कौन-सा रूप और कौन-सा रंग तुम्हारा है?

नारी, तुम कौन हो?

सिर्फ़ तुम्हारा परिचय अगर पूछा जाए, तो क्या तुम ख़ुद को ज़ाहिर कर पाओगी? जहाँ तुम्हारा

माँ, पत्नी, प्रेमिका, बेटी, बहू और बहन जैसे रिश्तों से बँधा होना अनिवार्य नहीं...

सिर्फ़ तुम्हारा नारी होना ही संपूर्ण है।

नारी, क्या तुम वो हो

जो धूप की तपन में भी सिर पर पत्थर का बोझ उठाए चल रही हो, क्योंकि किसी

कोने में तुम्हारा बच्चा भूख से रो रहा है? या फिर तुम वो हो, जो चौराहे की दुकान

पर अपने पति के साथ बारिश में भी भीगकर सब्ज़ियाँ, फूल बेच रही हो, क्योंकि

घर बनाने के सपने तुमने उसके साथ देखे थे।

नारी, क्या तुम वो हो, जो दूसरी

स्त्री का अपमान होते देखकर ही काली का रूप धारण कर लेती हो?

नारी, या फिर तुम वो हो, जो शाम की एक प्याली चाय और किताब में भी सुकून ढूँढ़ लेती हो?



Sketch : Jitraj Banerjee

नारी, तुम जो भी हो इस दुनिया के लिए,

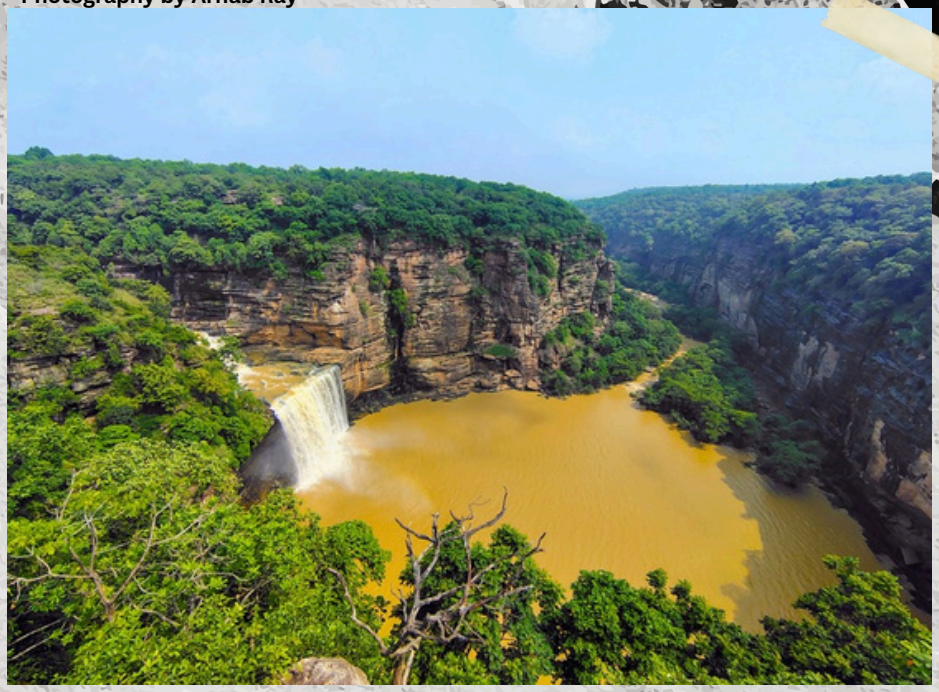
पर कमज़ोर पड़ने वाली कड़ी नहीं हो तुम।

तुम पूरा एहसास हो।

तुम किसी की ज़रूरत नहीं,

तुम ख़ुद अपनी पहचान हो!

Photography by Arnab Ray



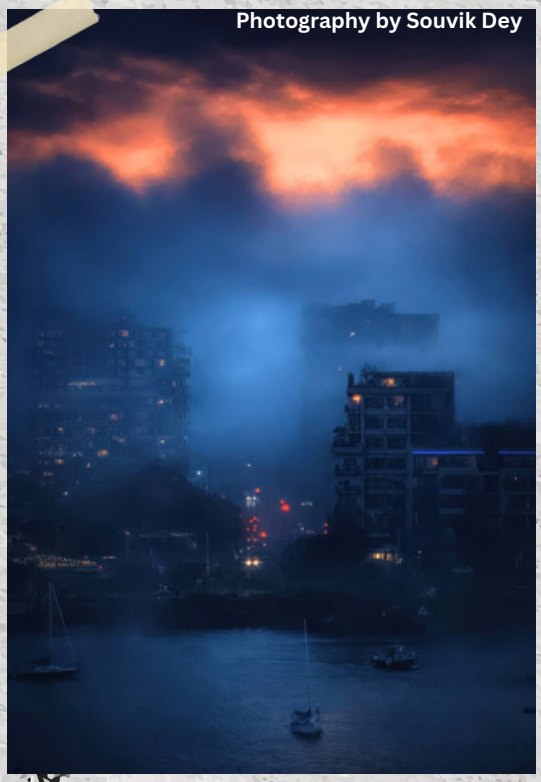
Photography by Souvik Dey



Photography by Souvik Dey



Photography by Souvik Dey





ঈশ্বরের সামনে নত হওয়ার আগে

ঋক্‌লীনা রায়চৌধূরী

রক্তাক্ত রাস্তা... রক্তের দাগ ধুয়ে গেছে– বৃষ্টি নামলে শহর সব লুকিয়ে ফেলে, কিন্তু
থেতলে যাওয়া চামড়ার টুকরোটা এখনও পড়ে আছে... যেন কোনো ভুলে যাওয়া একটা প্রশ্ন।
চাপা দিলো গাড়ি– সেই যন্ত্র, মানুষ বানায়, মানুষ চালায়... কিন্তু মানুষই প্রথম না। একটু ব্রেক– একটু দয়া– এতটাই কঠিন নাকি?
তুই তখনও বুঝিস নি কিছু– নিষ্পাপ জীবন, যার এখনও আনন্দ করা বাকি ছিলো... আমার
প্যান্ট ধরে টানাটানি করা, হাসতে হাসতে পালানো, Chocos, বিস্কুট, মাংস খাওয়া– সবই
বাকি ছিলো রে।
লেগ পিস খাওয়া– সেটা তোকে খাওয়াবো বলে রেখে ছিলেম... হলো না।
তার কপালের কালো দাগটা– আজ অদ্ভুত লাগছে... যেন আগেই থেকেই লেখা ছিলো সব?
যা শৌং ভরব– এই ন্যায় যদি হয়, তবে অন্যায় কাকে বলে?
এখনও যে মায়ের দুধ খেতিস... ওই দুধের গন্ধও শুকায়নি– তার আগেই এই শহর তোকে শিখিয়ে দিলো– বাঁচা মানে কতটা অনিশ্চিত।
আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম– পা নড়ছিল না... চিৎকার করতেও ভয় লাগছিল– শুধু দেখছিলাম
– একটা ছোট্ট বুক ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে।
কেউ থামেনি– কেউ জিজ্ঞেস করেনি– "বাঁচবে তো?" শুধু গাড়ি গেছে, মানুষ গেছে– তুই পড়ে রইলি।
আশা করি– যে মানুষটা গাড়িটা চালাচ্ছিলো, সে একদিন থামবে– নিজের ভেতর তাকাবে...
আর যদি এক ফোঁটা অনুতাপও না জাগে– তবে জীবনই তাকে শেখাবে এই ব্যথার দাম কত।
তোর দেওয়া ফুলটা ঠাকুরের কাছে রেখে দিয়েছি– হাত কাঁপছিলো... কারণ তোর গায়ের গন্ধ এখনও ছিলো তাতে।
তুই... আমার গোলাপটা তার কাছে রেখে দিস– যেখানে আছিস– সেখানে যেন রাস্তা না থাকে, না থাকে কোনো গাড়ি...
শুধু দৌড়ানো থাকুক– আর কেউ তোকে থামিয়ে না দেয় আর কোনোদিন...

দরজার ওপারে আমি

সৌরভ বিশ্বাস

অডিও রেকর্ড ১ — ১৭ জানুয়ারি, ২০৪১ | ২১:৪০

আমি অনিক সেন, ক্যারিবু রিজ কমিউনিকেশনস। এই রেকর্ডটা জরুরি লগ হিসেবে রাখা হচ্ছে। বিকেল চারটার পর থেকে সোলার-রিফ্লেক্টর অফলাইন, স্যাটেলাইট লিংক নেই, প্রধান গ্রিডও মৃত। হিসেব অনুযায়ী সূর্য ফের দেখা দেওয়ার কথা ষোলো দিন পরে। রেসকিউ পৌঁছাতে অন্তত তিন দিন লাগবে।

নর্থ শ্যাফটের দুই খনি-কর্মী নিখোঁজ হয়েছিল। একজন ফিরেছে। সে এখনো সিকিউরিটি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। তাপমাত্রা মাইনাস বিয়াল্লিশ। তার মুখের সামনে কোনো বাষ্প নেই। গেটের কাচে সে হাত রাখার পর পাঁচটা আঙুলের বদলে ছয়টা লম্বা ছাপ রয়ে গেল। গ্লাভসের কবজিতে শুকনো কালচে দাগ—রক্ত হতে পারে।

অডিও রেকর্ড ২ — ১৮ জানুয়ারি, ২০৪১ | ০২:১৫

লোকটার নাম ড্যানিয়েল হেইস। সে গেটের ওপারে দাঁড়িয়ে আমার সহকর্মীদের নাম ধরে ডাকছিল। কণ্ঠ স্বাভাবিক, কিন্তু শব্দগুলোর মাঝখানে বিরতি ভুল—যেন আগে শুনে পরে বলছে।

আমরা UV ফ্লাডলাইট চালু করতেই সে দুই পা পিছিয়ে গেল। দৌড়াল না। চোখও সরাল না। তারপর টাউন হল থেকে কল এল। কেউ জানালায় দাঁড়িয়ে মৃত মেয়ের কণ্ঠে তার মাকে ডাকছে। স্কুল থেকে আরেকটা কল। হাসপাতাল থেকেও। তিন জায়গা। একই মেয়ের কণ্ঠ।

রাত তিনটার দিকে ড্যানিয়েল প্রথমবার হাসল। চোয়ালটা যতটা নামার কথা, তার চেয়ে একটু বেশি নামল। দাঁতগুলোও ঠিক তার নিজের মতো লাগল না। সে কাচে মুখ ঠেকিয়ে আমার নাম বলল—কিন্তু ঠোঁট নড়ল এক মুহূর্ত পরে।

অডিও রেকর্ড ৩ — ১৮ জানুয়ারি, ২০৪১ | ১১:৫০

এখন আমরা তেইশজন। শব্দটা ব্যবহার করতে চাই না, কিন্তু পুরোনো গল্পে এদের যে নামে ডাকা হতো, সেটা সবাই জানে।

ওরা আলো এড়িয়ে চলে। উষ্ণতা নেই। আর সবচেয়ে খারাপ—ওরা শেখে। সিকিউরিটি ক্যামেরায় একটাকে দেখলাম আমাদের হাঁটা নকল করছে। প্রথমে হাঁটু বেশি বাঁকছিল। পরে ঠিক করে ফেলল। আরেকটা শ্বাস নেওয়ার ভান করছিল; বুক উঠছিল, তারপর গলা, তারপর ডান কাঁধ। তার হাতের আঙুলগুলোও প্রতি কয়েক সেকেন্ডে ভঙ্গি বদলাচ্ছিল, যেন কোনটা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থান তা ঠিক করছে। ওরা শরীরের নিয়ম মুখস্থ করছে, অর্থ বোঝে না।

এখন বাইরে থেকে দরজা খোলার অনুরোধ আসে পরিচিত কণ্ঠে। আমরা আর নাম ধরে কাউকে ডাকি না।

অডিও রেকর্ড ৪ — ১৯ জানুয়ারি, ২০৪১ | ২৩:০৩

এখন সাতজন। না—ছয়। আমি সংখ্যাটা ঠিক করে রাখলাম।

জেনারেটর রুমে UV ব্যাটারি বারো শতাংশ। জানি এটা সকাল পর্যন্ত যাবে না, অথচ এখানে সকাল বলে আর কিছু নেই। এক ঘণ্টা আগে সাইমন দরজার ওপারে তার ভাইয়ের কণ্ঠ শুনেছিল। তার ভাই পাঁচ বছর আগে মারা গেছে। আমি তাকে থামাতে পারিনি। পরে দরজার নীচে কালচে রক্তের সরু রেখা দেখা গেল; সাইমনকে আর পাইনি। এরপর করিডরে শুধু পদশব্দ—অনেকগুলো, কিন্তু সব একই ছন্দে।

আমার ফোনে মায়ের শেষ মেসেজটা এখনও আছে। কলকাতার ছাদের ওপর কমলা রোদ। নিচে লিখেছিল, “আজকের সূর্যটা তোর জন্য।” এত অন্ধকারে একটা ছবিও আলো দিতে পারে—এটা আগে জানতাম না।

অডিও রেকর্ড ৫ — ২০ জানুয়ারি, ২০৪১ | ০৪:২৭

আমি একা। বীকন পাঠানো হয়েছে। কেউ এটা পেলে, উত্তর দিকের সার্ভিস টানেল ব্যবহার করবেন না। দরজায় যে-ই ডাকুক, খুলবেন না। সে আপনার পরিচিত হলে আরও না।

UV ব্যাটারি তিন শতাংশ। বাইরে কেউ হাঁটছে না। তবু দরজার ওপাশে এখন আমার নিজের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। একই উচ্চারণ। একই কাশি। এমনকি রেকর্ডিং শুরু করার আগে আমি যে ছোট্ট শ্বাস নিই, সেটাও। মাঝে মাঝে দরজার ধাতুতে খুব ধীরে তিনবার আঁচড় পড়ে। প্রতিবার একই দূরত্বে। যেন ও মাপ নিচ্ছে।

আমি এই ঘরের ভেতরেই আছি।

ওপাশের কণ্ঠটা আবার বলল—

“আমি অনিক সেন, ক্যারিবু রিজ কমিউনিকেশনস।”

তারপর খুব আস্তে যোগ করল—

“এই রেকর্ডটা জরুরি লগ হিসেবে রাখা হচ্ছে।”

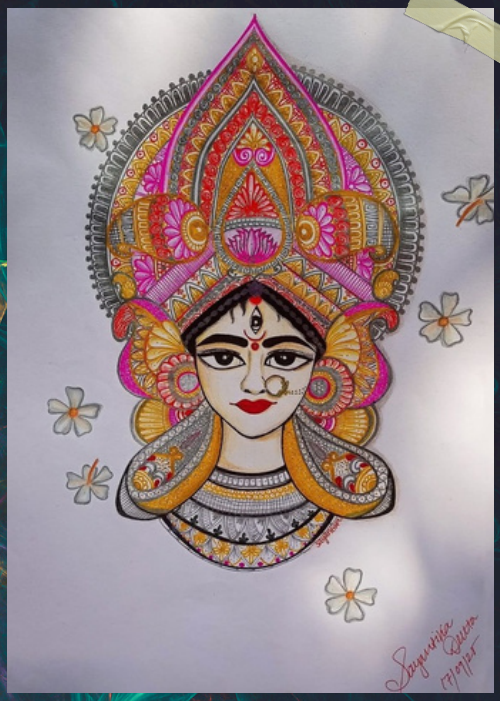
আমি এখন বুঝতে পারছি, ও শুধু আমার কণ্ঠ শেখেনি। ও প্রথম রেকর্ডটাও শুনেছে।

আর দরজার লক—আমি ছুঁইনি।

তবু সেটা খুলছে।



ART by Hiya Das



ART by Sayantika Dutta



ART by Shusrita Dutta



ART by Aharshi Ray

























To each and every family who has stood beside us..THANK YOU..Your encouragment and generosity makes it possible for BongMilanti to bring our community together and make this celebration truly special

প্ল্যাটিনাম
Platinum Sponsors



TELUS



Remittor



Aloke Chowdhury Mortgages



Unity Dental



Saurabh Gupta
Realtor



ARV Consultants Ltd.



Naiya Gill
Professional Law Corporation

গোল্ড
Gold Sponsors



VIBA Rehab



Briiyani Unplugged



SBI Canada Bank



Bear Creek
Physiotherapy & Sports Clinic



ThirdEye Cybersecurity

সিলভার
Silver Sponsors



Symbiosis Pediatric Therapy



Roy's Indian Restaurant



Delicious Bengal

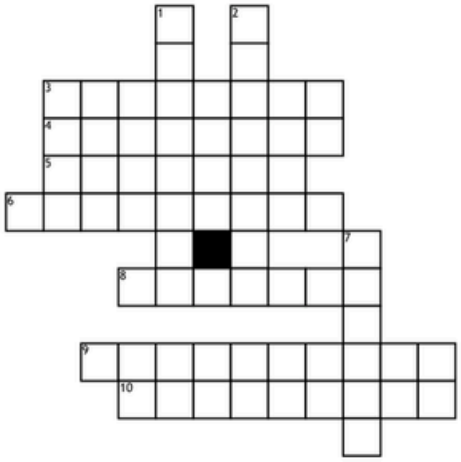


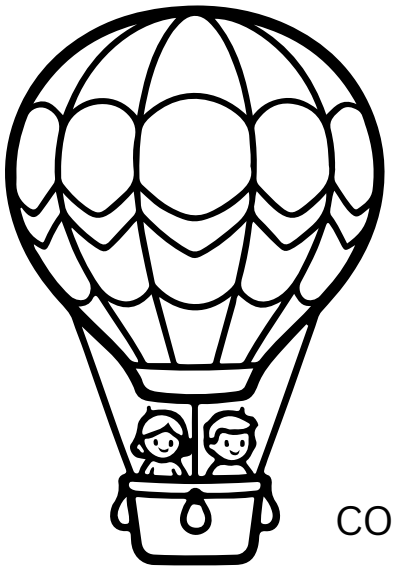
Embark — Ruman Manchanda

মিডিয়া
Media Sponsors

National Times Media Group

English Crossword Puzzle

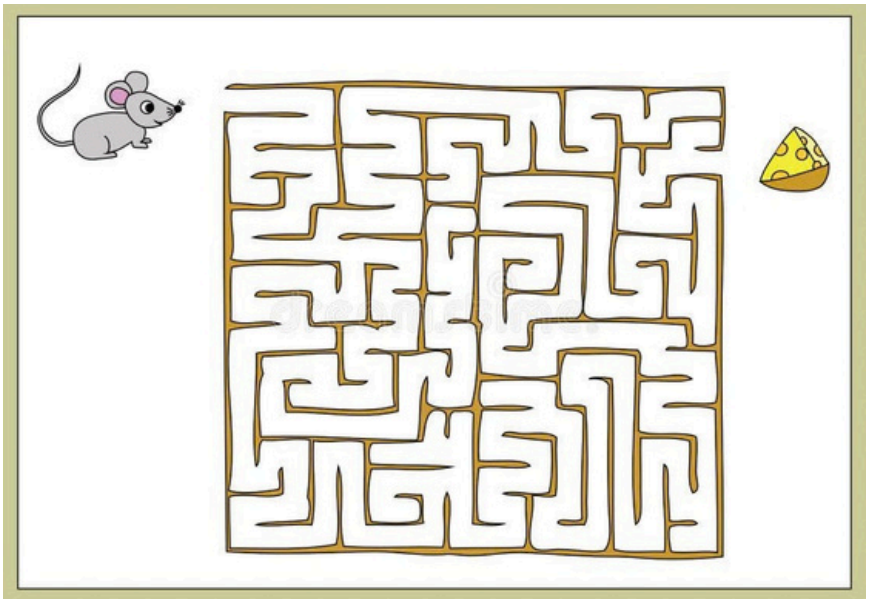


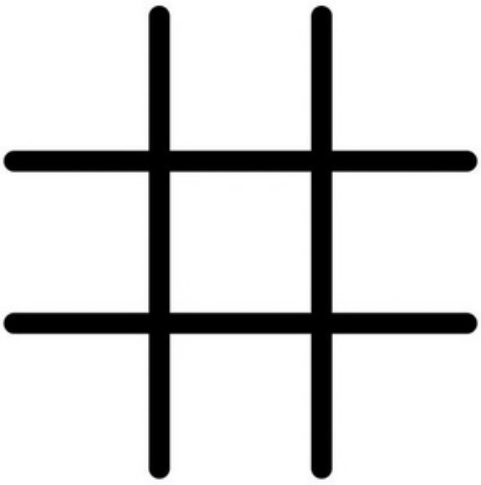


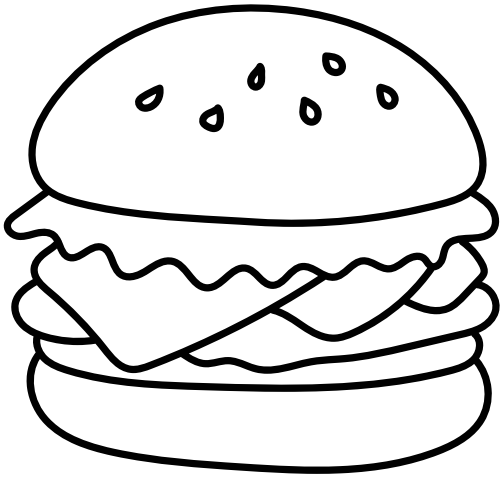
COLOR ME

Across
3. disciplined
4. harsh
5. back down
6. unassuming
8. resuscitate
9. intelligent
10. abberation

Down
1. rude
2. shy
7. vacant







COLOR ME

Unity DENTAL & IMPLANT CENTER

LIGHTHOUSE DENTAL & IMPLANT CENTRE

LIGHT HOUSE DENTAL IS NOW UNITY DENTAL!

Don't worry—we're still your dental home!

Light House Dental has become Unity Dental. Same location, same doctors, same quality care you trust.

www.unitydentalcentre.ca

Dr. Pillai Dr Mario Dr Kiran

